



সালাম সালেহ উদদীন

বহতা

অশেষ বেলায় এসে মনে হলো, জীবনের প্রধান দুটো স্বপ্ন আমার পূরণ হয়নি। সেজন্য মাঝে মাঝে আক্ষেপ করি। কখনো কখনো গভীর মনোবেদনার কারণ হয়ে ওঠে।

— আপনি জীবনের শেষ বেলায় দাঁড়িয়ে আর আমি মধ্যবেলায়। আপনার চেয়ে বয়সে আমি অন্তত ১৬ বছরের ছোট। আপনার কেবল দুটো স্বপ্ন পূরণ হয়নি। আমার তো শত শত স্বপ্ন মাঠে মারা গিয়েছে। সে জন্য আমার বড় ধরনের কোনো আক্ষেপ নেই। সবই সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা ও কৃপা।



উপন্যাস

— আপনার ভবিষ্যৎ সময় পড়ে আছে। আমার বয়সে যদি আপনি পৌঁছতে পারেন, তাহলে অনেক স্বপ্নই বাস্তবায়ন করতে পারবেন।

— আমার কোনো স্বপ্ন পূরণ নিয়ে আমি ব্যাকুল নই। আপনা আপনি আমার জীবনে কোনো কিছুই আসে না। সামান্য কিছু পেতে হলে, সেজন্য আমাকে বারবার চেপ্টা-সংগ্রাম করতে হয়। কারণ বাধাপ্রাপ্ত হওয়া ছাড়া কোনো কাজে সফল হতে পারি না। এসব থাক। আপনার প্রধান দুটো স্বপ্নের কথা বলুন।

— স্বপ্ন দুটো নিতান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক। সঙ্গত কারণেই অত্যন্ত গোপনও বলতে পারেন।

— আপনি যদি মনে করেন, গোপন কোনো কথা আমাকে বললে আপনার ক্ষতি হবে অন্যের কাছে আমি ফাঁস করে দিতে পারি এবং তাতে আপনার ভাবমূর্তি-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে— তাহলে বলার দরকার নেই।

— মানুষকে বিশ্বাস করি। যদিও যতোবার বিশ্বাস করেছে, ততোবার

প্রতারণিত হয়েছে, ঠেকেছি। তারপরও বিশ্বাস করি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ।’

— বিশ্বাসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-দর্শন কতোটা উপযোগী, বিশেষ করে একুশ শতকে, তা কি ভেবে দেখেছেন? আপনি মনে হয় পত্র-পত্রিকা বা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দিকে খেয়াল রাখেন না।

— এ কথা বলছেন কেন?

— খেয়াল রাখলে দেখবেন প্রতিদিনই মানুষ মানুষের দ্বারাই কতোভাবে প্রতারণিত হচ্ছে, ঠকছে।

— তারপরেও আমি মানুষকে বিশ্বাস করতে চাই। মানুষের ওপর আস্থা হারালে তো, জীবনের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না। কারণ মানুষই প্রধান।

— একুশ শতকে আপনি যতো আস্থা রাখবেন, ততো প্রতারণিত হবেন। এ শতকের সংস্কৃতিই এটা।

— আস্থা রেখেছি এবং প্রতারণিত হয়েছে। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

— তবে এটা জেনে রাখবেন, জীবনের স্বপ্ন পূরণ বেশিরভাগ মানুষেরই হয় না।

— স্বপ্ন পূরণ না হওয়ার গল্প আমি যে কোনো সময় আপনার কাছ থেকে শুনতে পারবো। আমি মনে করি এই গল্পের মধ্যে শিক্ষণীয় দিক কম। যেমন ধরুন আমার এই শহরে ফ্ল্যাট নেই, গাড়ি নেই, ব্যাংকে কাড়ি কাড়ি টাকা নেই। এ ক্ষেত্রে আমার স্বপ্ন পূরণ হয়নি। এ থেকে শেখার কিছুই নেই। এমন স্বপ্ন লাখ লাখ মানুষের পূরণ হচ্ছে না। যে স্বপ্ন প্রতিনিয়ত হয়তো অনেকেই দেখছে। কিন্তু আপনি যদি প্রতারণার কোনো গল্প আমাকে শোনান, যা আপনার জীবনে ঘটেছে, তাহলে সেখান থেকে

আমি অনেক কিছু শিক্ষা নিতে পারবো, মানুষকে চিনতে পারবো। একইভাবে নিজেও সচেতন হতে পারবো। জীবন চলার ক্ষেত্রে বিষয়টি জরুরি।

— প্রতারণা প্রতারণাই। প্রতারকদের কাছ থেকে কিছুই শেখার নেই। তবে হ্যাঁ, ঘটনা থেকে সচেতন হতে পারবেন।

— আজকে না হয় দু-একটি প্রতারণার ঘটনাই বলুন।

— জহির সাহেব, আপনি হচ্ছেন সরল প্রকৃতির ভদ্রলোক। জীবন সম্পর্কে আপনার ধারণা ও গভীরতা কতোটুকু জানি না। মনে হচ্ছে একেবারেই হালকা ও কম।

— আমার জীবন সম্পর্কে ধারণা ও গভীরতা নেই বললেই চলে। সৃষ্টিকর্তা আমাকে এখানে বাঁচিয়ে রেখেছেন। পৃথিবীর আলো-বাতাস, রূপ-রস-গন্ধ ও সৌন্দর্য উপভোগ করছি এটা অনেক বড় প্রাপ্তি। স্বপ্ন দেখা ছাড়াই এটা পাচ্ছি। ঘটনাবল্লেখ বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন না হলে, জীবনের সংঘাত-সংগ্রাম না থাকলে প্রকৃত জীবনকে উপলব্ধি করা যায় না।

— জীবন আছে বলেই প্রতারণা আছে। ভালো-মন্দ আছে। আমি শুনতে চেয়েছিলাম প্রতারণার গল্প। অর্থাৎ যাদের কাছ থেকে আপনি প্রতারিত হয়েছেন।

— আমি দুই ধরনের মানুষ দ্বারা প্রতারিত হয়েছি। প্রথমত নিকট আত্মীয় দ্বারা, দ্বিতীয়ত প্রতারক চক্রের দ্বারা।

— নিকট আত্মীয়ের গল্পটি আগে বলুন।

— প্রথম প্রতারণার শিকার হই আমার ভাইদের দ্বারা, তারপর প্রথম স্ত্রীর দ্বারা।

— ভাইয়েরা কীভাবে আপনাকে প্রতারিত করেছে।

— আমি শহরকেন্দ্রিক মানুষ। উচ্চশিক্ষার নেশায় ও আশায় আমি ষাটের দশকের শেষের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে ভর্তি হই, প্রথম বর্ষ সম্মানে। অনার্স মাস্টার্স করার পর সরকারি চাকরিতে যোগ দিই। সরকারের উচ্চ পদে বিভিন্ন জায়গায় চাকরি করেছি। গ্রামের দিকে আর মনোযোগ দেয়ার সুযোগ হয়নি। এরই ফাঁকে ভাইয়েরা বাবার হাতের টিপসই নিয়ে আমার জমিজমা আত্মসাৎ করেছেন।

— ইদানীং ভাই ভাইকে খুন করে অর্থ-সম্পত্তির কারণে এটা কি আপনি জানেন?

— না জানার কী আছে। আমি তো এই সমাজেরই মানুষ।

— সে তুলনায় তো আপনার ভাইয়েরা অনেকটাই মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন। জমি-সংক্রান্ত ব্যাপারে তারা তো আপনাকে খুনও করতে পারতেন।

— দেখুন, আমার বাবা ছিলেন দেওবন্দের মওলানা। তার উপদেশ-নির্দেশেই আমি পরিচালিত হতাম। বাবা আমাকে খুব ভালোবাসতেন। তাই মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার কথাকে উপেক্ষা করতে পারিনি। তাকে সব সময় দেখেছি সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে। এখনো দেখি।

— আপনি যে প্রতারণা চক্রের কথা বললেন— এর মানে কী।

— আজকাল পত্র-পত্রিকায় হয় হয় কোম্পানির কথা শোনে নই?

— না শোনার তো কানো কারণ নেই। এই ধরনের কোম্পানি অনেককেই নিঃস্ব করেছে। আমার এক বন্ধু ৩০ লাখ টাকা হারিয়ে সে এখন পথের ভিখিরি।

— আমিও তো একই পথের যাত্রী।

— তার মানে?

— আমার গিয়েছে ৬০ লাখ। আমি ফ্ল্যাট বিক্রি করে সমস্ত টাকা ইউনিপে-টুতে বিনিয়োগ করেছিলাম।

— কোন আশায় আপনি এতো টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন।

— আমাকে বলেছিল, কোম্পানির পরিচালক করবে এবং ৬ মাসের মাথায় আমাকে ১ কোটি টাকা ফেরত দেবে।

— আপনি একজন উচ্চ শিক্ষিত লোক, কবি, সাবেক সরকারি কর্মকর্তা। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতায় এটা কি কোনো কোম্পানির পক্ষে সম্ভব, মাত্র ৬ মাসে পুঁজি দ্বিগুণ করে দেয়া। আপনাকে পরিচালক বানানোর আশ্বাস দিলো আর তাতে আপনি রাজি হয়ে ফ্ল্যাট বিক্রি করে টাকা দিয়ে দিলেন।

— চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। আমার অবস্থা অনেকটা ওই রকম।

— অর্থনৈতিক প্রতারণার গল্প আপনার জীবনে আরও কি আছে।

— আছে বলেই তো আমি আজ নিঃস্ব। আর সে কারণেই তাজমহল

রোডের এই ছোট্ট পার্কটিতে প্রতিদিন সকালে আপনার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আরাপ করে নিজেকে হালকা করি, কিছুটা হলেও স্বস্তি পাই।

— আপনার পুরো নাম তো সৈয়দ শরাফত আলী।

— পূর্ণ নাম দিয়ে আপনি কী করবেন।

— নাম দিয়ে কিছুই করবো না। শুধু ভাবনার বিষয় আছে।

— কী সেই ভাবনা।

— আপনি সৈয়দ বংশের সন্তান। সৈয়দ হচ্ছে আমাদের এলাকায় অভিজাতের প্রতীক। সৈয়দদের সবাই সম্মান ও সমীহের চোখে দেখে। তাদের প্রতারিত হওয়ার সুযোগ থাকে না বললেই চলে। আর আপনি অবলীলায় প্রতারিত হলেন? আমার মনে হয় এক্ষেত্রে আপনার ভেতর লোভ কাজ করেছে, দ্রুত ধনী হওয়ার লোভ। যা এ দেশের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে কাজ করে।

— মানুষ হিসেবে যারা ভদ্র অভিজাত, তাদের মধ্যে এক ধরনের সরলতা থাকে, তারা সহজেই মানুষকে বিশ্বাস করে। হয়ত ওইসব গুণ আমার মধ্যে রয়েছে। যার কারণে মানুষ আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। আর লোভের কথা বললেন, লোভ সবার মধ্যে রয়েছে। মাত্রাগত পার্থক্য আছে এই যা।

— আমার দুটো গল্প শুনতে বেশ ভালো লাগে। তবে সব ধরনের গল্পই আমি ঘুরেফিরে শুনি।

— আপনি গল্পের মানুষ, আড্ডা আপনার অস্তিত্বজয় মিশে আছে। সুতরাং গল্প তো আপনার ভালো লাগবেই। তো কোন গল্প দুটো আপনাকে বেশি আকৃষ্ট করে।

— একটি প্রতারণার গল্প, অন্যটি নারী বিষয়ক।

— নারীর গল্প শুনতে চায় না, এমন পুরুষ পৃথিবীতে কমই আছে।

— আমিও নারীর গল্প শুনতে চাই। কারণ নারী আমাকে সুখ দেয়ার চেয়ে আঘাত, দুঃখ দিয়েছে সবচেয়ে বেশি। তারপরেও আমি নারীকে ছাড়তে পারিনি। বলতে পারেন, নারী আমার ছায়াসঙ্গী।

— নারীর ব্যাপারে একসময়ে আমার প্রচণ্ড দুর্বলতা ছিল। এখন নারীকে আমি ঘৃণা করি। নারী হচ্ছে গোখরা সাপ। ওরা সুযোগ পেলেই ছোবল মারবে।

— নারী বিষয়ে আপনার সঙ্গে পরে কথা বলবো। কীভাবে আপনার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে সে কথাও পরে শুনবো। এর আগে আপনার প্রতারিত হওয়ার গল্পটি শেষ করুন।

— আমার ছোট্ট শ্যালিকাকে আমিই ৫ লাখ টাকা খরচ করে বিয়ে দিলাম। অনেকটা ধুমধাম করে। শ্যালিকাকে লেখাপড়াও করিয়েছি ৮ বছর আমার বাসায় রেখে। তার স্বামী মারুফ বসুন্ধরা সিটিতে দোকান রাখবে দুটো। একটি আমার নামে, অন্যটি মারুফের নামে। এ বাবদ আমার কাছ থেকে ২০ লাখ টাকা নিয়েছে। আমি সরল বিশ্বাসে তাকে টাকাও দিয়ে দিলাম। অবশেষে জানতে পারলাম দুটো দোকানই মারুফ নিজের নামে করেছে।

— গল্পটি মজার। তবে শ্যালিকা-সংক্রান্ত আমিও একটি গল্প জানি।

— বলুন আপনার গল্পটি।

— দুলাভাই এবং বোন দীর্ঘদিন ধরে জাপান থাকেন। ভদ্রলোক শ্যালিকার নামে অঢোল টাকা পাঠিয়েছেন। উদ্দেশ্য বাংলাদেশে নিজের নামে দোকান, ফ্ল্যাট কেনা। দুলাভাইকে জানানো হয়েছে, তার নামে ৪টি দোকান আর একটি ফ্ল্যাট কেনা হয়েছে। এরপর ভদ্রলোক দেশে আসেন এবং দোকান ও ফ্ল্যাটের কাগজপত্র দাবি করেন। শ্যালিকা এ ব্যাপারে গরিমসি গুরু করেন।

— তারপর কী হলো।

— কী আর হবে। অবশেষে প্রকৃত তথ্য ফাঁস হয়ে গেল।

— কেমন সে তথ্য?

— ভদ্রলোক জানতে পারলেন, দোকানগুলো শ্যালিকার স্বামীর নামে এবং ফ্ল্যাটটি শ্যালিকার নামে। তার ভাগে শূন্য।

— গল্পটি মজার।

— এই শহরে মানুষের এখন প্রধান দুটি বিষয় কর্তব্য হিসেবে দাঁড়িয়েছে।

— কী সেই দুটো বিষয়।

— একটি প্রতারকদের শ্যেন দৃষ্টি থেকে দূরে থাকা আর অন্যটি হচ্ছে সাবধানে রাস্তাঘাটে চলাচল করা, দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য।

— আপনার বাস্তব জ্ঞান বেশ প্রখর। তার পরেও আপনি এগোতে পারলেন না।



— জীবনে কেউ এগোবে, কেউ পেছাবে— এটাই নিয়ম। আমি না হয় পিছিয়ে থাকলাম তাতে আমার আক্ষেপ নেই। ওই যে বললাম সৃষ্টিকর্তা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, সুস্থ রেখেছেন এটাই অনেক বেশি। আমার বয়সের কতো মানুষই তো পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নিষ্ঠুরতা ও লোভের শিকার হয়ে অকালে কতো শিশু-কিশোরের মৃত্যু হচ্ছে— সেটা কি আপনি একবার ভেবে দেখেছেন?

— যার জীবন সংকট প্রকট এবং যার শেষ জীবনে এসে পায়ের তলায় মাটি থাকে না, তার বাইরের সংকট-সমস্যা স্পর্শ করে কম।

— কথাটার মধ্যে যুক্তি রয়েছে। তবে জীবনে দুঃখ হতাশা বেদনা অপ্রাপ্তি এ সব থাকবেই। সুতরাং নিজের সঙ্কটাপন্ন জীবনের সঙ্গে বাইরের জীবনকে মেলাতে হবে। তাহলেই জীবন সহজ হবে।

— জীবনকে আমি বরাবরই সহজ করে দেখতে চাই কিন্তু জীবনই আমাকে কঠিন করে ফেলেছে।

— আচ্ছা, আপনি বলেছিলেন আপনার প্রথম স্ত্রীর দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন, কীভাবে?

— প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে আমি দেশের বাইরে, নাইজেরিয়ায় চাকরি করতাম। তিন বছর চাকরি করার পর যখন দেশে ফিরি তখন স্বর্ণালঙ্কার থেকে শুরু করে অনেক দামি দামি জিনিসপত্র নিয়ে আসি। আমার অজান্তে আমার প্রথম স্ত্রী শাকিলা নূর সবকিছু বিক্রি করে দেয়। বিক্রির টাকা সে তার নিজের একাউন্টে রাখে। আমি টাকা চাইতে গেলে সে আমার পেছনে মাস্তান লেলিয়ে দেয়। আমার জীবন হুমকির মধ্যে পড়ে যায়।

— আপনার জীবনে আর কি কোনো প্রতারণার কাহিনি আছে?

— এমন কাহিনি রয়েছে ডজন ডজন, কোনটা রেখে কোনটা আপনাকে বলবো। মানুষকে সরলভাবে বিশ্বাস করার কারণে কেবল ঠেকেছি।

— এখনও কি মানুষকে আপনি আগের মতো বিশ্বাস করেন?

— দেখুন জহির সাহেব মানুষকে নিয়েই মানুষের কারবার, ওঠাবসা, চলাফেরা। প্রাত্যহিক জীবনে ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কোনো না কোনো মানুষের সঙ্গে আপনাকে কথা বলতে ও ভাব বিনিময় করতে হয়। এর সঙ্গে কাজের সম্পর্ক তো আছেই। তা ছাড়া ব্যক্তিগত ও পেশাগত জনসংযোগ আমি বরাবরই পছন্দ করে আসছি। বিচিত্র রকমের মানুষ আপনার চারপাশে। এর মধ্যে সবাই ভালো হবে এটা ভাবলেন কী করে?

— সবাই ভালো হবে— এটা আমি আপনাকে বলিনি। কোনো মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না, তা-ও আমি বলবো না। আমার সরল কথা হচ্ছে, আপনাকে মানুষ চিনে সম্পর্ক করতে হবে। যারা মানুষ কম চেনে তারা বেশি বিপদে পড়ে। এই ধরুন আমার কথা। মানুষ আমাকে বিপদে খুব কমই ফেলেছে। এর প্রধান কারণ মানুষ চিনতে চেষ্টা করি। মানব মনস্তত্ত্বটা মোটামুটি বুঝি। ফলে ভালো মানুষ, মন্দ মানুষ চিহ্নিত করা অনেকটা সহজ হয়।

— মানুষের ভেতরে আপনি কীভাবে ঢুকবেন। কার মনে কী আছে তা আপনি কী করে বুঝবেন।

— ওই যে বললাম, মানুষের মনোজগৎ বোঝার ও উপলব্ধি করার ক্ষমতা সৃষ্টিকর্তা আমাকে দিয়েছেন। তার ওপর নির্ভর করেই পথ চলতে চেষ্টা করি।

— ব্যক্তিগত প্রতারণা কিংবা অর্থনৈতিক ফাঁদে আপনি কি একবারও পড়েননি?

— যেটা পড়েছি সেটা জীবনকে বড় ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত করেনি। কারণ আমার জীবনের একটি বাজে দিক রয়েছে। ওই বাজে দিকটিই আমার নিরাপত্তা গ্রহণী।

— কী সেই বাজে দিক?

— বাজে দিকটি হচ্ছে জীবনের সব কিছুকেই আমি ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখি না। ঠিক আপনার বিপরীত। কোনো কাজে হাত দিই হিসাব করে। কাজটি হবে কি হবে না— তা নিয়ে বারবার ভাবি। মানুষের দ্বারা আপনার মতো প্রতারিত না হলেও মানুষের ওপর আমি প্রথমেই আস্থা রাখি না। একজন মানুষকে প্রথমে পর্যবেক্ষণ করি, তারপর পরীক্ষার মধ্যে রাখি। লোকটি ভালো কি মন্দ বোঝার চেষ্টা করি। এরপর তাকে কোনো কাজের দায়িত্ব দিই অথবা দায়িত্ব নিই। আর আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে আমার বদনাম রয়েছে।

— তার মানে?

— যতো ঘনিষ্ঠ লোকই হোক আমি কাউকে টাকা ধার দিই না।

— তাহলে ধার নেন?

— আগে নিতাম। এখন নিই না। এমনকি দোকানে বাকিও খাই না।

— আপনার মতো মানুষ তো এই শহরে বিরল।

— ঠিক বিরল বলাটা ঠিক হবে না। এ সবে আমি অভ্যস্ত নই। এর ফলে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়। আমার টাকা আপনাকে দিয়ে পিছু পিছু ঘুরবো কেন? কেরানীগঞ্জে কী ঘটেছিল আপনার মনে নেই?

— কী ঘটেছিল বলুন তো।

— এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে টাকা ধার দিয়েছিল ২০ হাজার।

— তারপর কী হলো?

— টাকার জন্য বন্ধুকে চাপ দিচ্ছে। বন্ধুটি আজ দিই, কাল দিই বলে কেবল তারিখ পেছাচ্ছে। শেষে পাওনাদার বন্ধুটিকে এক বিকেলে জিনজিরা আসতে বললো। চা-নাশতা খাওয়ালো, নানা টালবাহানা করে সময় পার করে রাত ১০টায় মোটরসাইকেলের পেছনে উঠালো। বললো টাকা আনতে অন্য এক জায়গায় যেতে হবে। এই ঘটনার পরের দিন বুড়িগঙ্গায় পাওনাদারের লাশ ভেসে উঠলো।

— হ্যাঁ, মনে পড়ছে এমন একটি রোমহর্ষক ঘটনা পত্রিকায় পড়েছিলাম।

— আমার টাকা অন্যকে দেবো, তার উপকারের জন্য, তারপর পাওনা টাকা আদায়ের জন্য পিছু পিছু ঘুরবো এবং এক সময়ে লাশ হবো। জেনেও বুঝে এমন বিপদ আমি কেন ডেকে আনবো।

— সে জন্য কি মানুষকে উপকার করবেন না? আপনি যদি একজনকে উপকার না করেন অন্যজন কেন আপনার উপকার এগিয়ে আসবে? আপনি তো দেখছি অর্থনৈতিকভাবে অসামাজিক।

— আমি মানুষকে উপকার করি লোন দেয়ার মাধ্যমে নয়।

— তাহলে কীভাবে।

— আমি ৫০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত দান করি। ৫০০ টাকা পর্যন্ত সাধারণ দান। অর্থাৎ যে কাউকে। আর এক হাজার টাকা থেকে ৫ হাজার দিই গরিব নিকট আত্মীয়দের। আমি যাকে দিই, সামর্থ্য অনুযায়ী মুক্তহস্তে দিই। লোন দিই না।

— আমি যতোদূর জানি, আপনার টানাপড়েনের সংসার। যাদের টানাপড়েনের সংসার তাদের পক্ষে কি দান করা শোভা পায়। আমাদের অঞ্চলে এটাকে বলে 'আলগা ফুটানি দেখানো।'

— আপনি যাই ভাবুন না কেন, কাউকে লোন দেয়ার চেয়ে এই পথ অতি উত্তম। আপনার ধারণা ভুল। আমার হাতে টাকা এলেই আমি দান-খয়রাতের দিকে মনোযোগ দিই। এও আপনার স্মরণে থাকা উচিত নিজের সংসার ও স্ত্রী-সন্তানদের জীবন বিপন্ন করে কাউকে আমি সাহায্য করি না। সর্বপ্রথম আমার সংসারের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা তারপর আপনার ভাষায় 'আলগা ফুটানি'।

— অর্থনৈতিক ব্যাপারে দেমাগ থাকা উচিত নয়। উৎসাহি হওয়া উচিত নয় অতিরিক্ত খরচের দিকেও। ১০ বছর আগেও আমার ব্যাংকে কোটি টাকা পড়ে থাকতো। আর এখন আমি ঋণগ্রস্ত। ব্যাংক পাবে ১০ লাখ আর ব্যক্তিগত লোন রয়েছে ১৫ লাখ টাকা। আমি যদি অটেল খরচ না করতাম তা হলে, আজ আমার এ পরিণতি হতো না। আজ আমি নিঃস্ব।

— অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং জীবন-যাপনে আমি কিছু নীতি নিয়ে চলি। মায়ের বলা একটা বচনই আমার নীতি।

— কী সেই বচন।

— মা বলতেন 'থাকতে রাইখা খাইও, দিন থাকতে হাঁইটা যাইও।'

— আপনি তো নিজেই চলতে পারেন। আবার রেখে কী খাবেন।

— দেখুন শরাফত সাহেব, আমার কোনো উচ্চাভিলাষ নেই। সৃষ্টিকর্তা আমাকে যেভাবে রেখেছেন, তাতেই আমি সন্তুষ্ট। অন্যদের মতো সকাল-সন্ধ্যা দৌড়-ঝাঁপ করলে আমি টাকা কামাতে পারি। কিন্তু এটা আমার ইচ্ছা-বিরুদ্ধ।

— আপনার অর্থ উপার্জনের জন্য দৌড়-ঝাঁপ করা উচিত। যখন মেয়েদের বিয়ে দেবেন এবং নিজেও আমার বয়সে পৌঁছবেন তখন হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারবেন, জীবনে বেঁচে থাকার জন্য টাকা কতো প্রয়োজন। আপনি কি জানেন আমি মাত্র ১০০ টাকার জন্য তাজমহল রোড থেকে ফার্মগেট হেঁটে যাই।

— অর্থের প্রয়োজনটা আমি প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করি। আমি কিছু মানবতাবাদী কাজ হাতে নিতে চাই। কেবল অর্থের কারণেই তা বাস্তবায়ন করতে পারছি না।

— কী ধরনের কাজ আপনি করতে চান।
 — যেমন ধরুন, আমার জন্ম-গ্রামকে আমি স্বর্ণগ্রাম বানানোর স্বপ্ন দেখি অনেক দিন থেকে। কিন্তু এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শিক্ষাবিস্তারের জন্য এই গ্রামে একটি স্কুল করতে চাই। যাদের মজাপুকুর রয়েছে, ওই সব সংস্কার করে মাছ চাষের ব্যবস্থা করতে চাই। অনাবাদী জমি, বিশেষ করে নামাবাড়ি, উঠান— এসবে শাক-সবজির আবাদ করতে চাই। কিছু নিঃশ্ব ও হতদরিদ্র মানুষকে সেলাই মেশিন ও গাভী দিতে চাই। বিভিন্ন উৎসব পার্বণে শাড়ি-লুঙ্গি, গামছা-গেঞ্জি বিলাতে চাই। আমার গ্রামকে করতে চাই একটি পুরিপূর্ণ স্বনির্ভর গ্রাম।
 — আপনার স্বপ্নটি সুন্দর। তবে এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য এনজিও খুলতে পারেন।
 — আপনি কি আমাকে পরিহাস করছেন?
 — তা করবো কেন?
 — আপনি জ্ঞানী, উচ্চশিক্ষিত ও কবি। আপনি কি এদেশের এনজিও কার্যক্রম সম্পর্কে জানেন না?
 — আপনার বিষয়গুলো তো এনজিও প্রকল্পের মতো মনে হয়।
 — আসলে এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করে লাভ নেই। আপনি বরং আপনার গুরুত্ব কথাটা বলুন।
 — সেটা আবার কী।
 — দেখুন, শরাফত সাহেব। আমি প্রায়ই বলে থাকি আমার স্মৃতি বা স্মরণশক্তিই আমার সম্বল ও প্রদান অবলম্বন।
 — তা মানে?
 — ৬ বছর বয়স থেকে এ পর্যন্ত আমার জীবনের ৪৭ বছরের ঘটনাই স্মরণে আছে। আমি কোনো কিছু ভুলি না, ভোলার ভান করি। ব্যক্তিগত পারিবারিক ও পেশাগত জীবনে আমার ভুল হয় না বললেই চলে।
 — শুনেছি, ভুল হয় না শয়তানের।
 — এটা মিথ্যা। শয়তানেরও ভুল হয়েছে। তার বড় ভুল আদমকে সিজদা করেনি। মহান সৃষ্টিকর্তার অবাধ্য হয়েছে। ফলে শাস্তিস্বরূপ সে তার মর্যাদা ও সম্মান হারিয়েছে। ফলে তার দায়িত্বও বেড়েছে। পৃথিবীর তাবৎ মানুষকে ফ্যাসাদে ফেলানোর চেষ্টা করাই তার একমাত্র কাজ। বাদ দেন এ প্রসঙ্গ। আপনি কি গুরুর কথাটা আমাকে বলবেন?
 — আসলেই আমার স্মরণে নেই। আমি অনেকটা দিশেহারা। বিষয়টি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিন।
 — গুরুরত আপনি বলেছিলেন, আপনার জীবনে দুটো স্বপ্ন পূরণ হয়নি।
 — ও, এবার মনে পড়ছে। আসলে সাত রকমের গুণ্য সেবনের কারণে আমার স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে।
 — এবার বলুন আপনার স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কথা।
 — প্রত্যেক মানুষের জীবনে স্বপ্ন থাকে এবং স্বপ্ন নিয়ে মানুষ বেড়ে ওঠে।
 — এটা কোনো নতুন কথা নয়।
 — নতুন কথা না হলেও, আমার জন্য নতুন।
 — আপনার জীবনের সেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ বলুন।
 — ব্যক্তিগত জীবনে যাই করি না কেন, আমি চেয়েছিলাম চারিত্রিক দিক থেকে সং স্ত্রী পাবো।
 — এই ধরনের প্রত্যাশা ও স্বপ্ন সব পুরুষের মধ্যেই থাকে। তারা মনে করে, চারিত্রিক স্বলন নিজের থাকবে কিন্তু স্ত্রীদের থাকতে পারবে না। স্ত্রী হবে পূতঃপবিত্র, শূচি-শুদ্ধ। এটা হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা। নিজের সব অপরাধ ক্ষমায়োগ্য কিন্তু স্ত্রীর কোনো অপরাধ করা যাবে না।
 — আপনি আপনার স্ত্রীকে কতোটুকু স্বাধীনতা দিয়েছেন।
 — হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?
 — আমার জানতে হচ্ছে করছে।
 — দেখুন শরাফত সাহেব। প্রথমত আমি নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, শেষতকও আমি নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। আমার স্ত্রীর আলাদা আলাদা তিনটি মোবাইল সেট রয়েছে। তিনটি নাম্বারে উনি কার সঙ্গে কথা বলেন, আমি ভুলেও চেক করে দেখি না। উনি উনার হচ্ছে মতো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কথা বলেন।
 — ব্যালেন্স না থাকলে আমার সেট নিয়ে কথা বলেন। অন্যনা গৃহবধুর মতো কেনাকাটা তার শখ। যখন তখন মার্কেটে চলে যাচ্ছে। হাল ফ্যাশনের পোশাক কেনেন।
 — যাদের সংসার টানাপড়েনের মধ্যে চলে, তাদের স্ত্রীদের কি এমন

আর্থিক প্রবাহ রয়েছে?
 — যারা ফ্যাশন সচেতন তাদের টাকা কোনো সমস্যা না। কখনো স্বামীর টাকায়, কখনো নিজে জমিয়ে কেনাকাটার স্বপ্ন পূরণ করে।
 — আপনি যে বললেন, আপনার স্ত্রীকে শতভাগ স্বাধীনতা দিয়েছেন, এটা যে কতো বিপজ্জনক তা অনুধাবন করতে পারছেন না।
 — কী হবে? বড় জোর স্ত্রী অন্যের সঙ্গে ভেগে যেতে পারে। আমি আমার স্ত্রী ফারজানাকে বলেছি, তুমি যেদিন আমাকে ছেড়ে চলে যাবে সেদিন বাসার সবাই মিলে মিষ্টি খাবো, আত্মীয়-স্বজনদের বাসায়ও বিলাবো। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, উনি বিয়ের ২৪ বছরেও এখনো ভেগে যায়নি। আমার জানা মতে উনার কোনো পুরুষ বন্ধুও নেই। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। উনি কথা বলেন, বোন, মা খালা, মামা-মামিদের সঙ্গে।
 — আপনি শুনেছেন, স্ত্রী ভেগে যাওয়ার আগ পর্যন্ত স্বামী টের পান না। তাদের গোপন খবর আপনি কী করে জানবেন?
 — ওর তিনটি মোবাইল সেটের কথা শুনে, আমার চাচিও একই কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, জহির তুই সর্বনাশ করেছিস। বউকে তিন তিনটি সেট কিনে দিয়েছিস। পাশের বাড়িতে বউ-এর একটা সেট ছিল। তাই-ই বউডা ভাইগা গেছে।
 — আসলে আপনার নারী বিষয়ে জ্ঞান কম। আমি আপনাকে আগেই বলেছি, নারী হচ্ছে গোখরা সাপের মতো, তারা সুযোগ পেলেই ছোবল মারবে, সুযোগ পেলে ব্যভিচারী হবে, ভেগে যাবে। ওদের রহস্যের কুল-কিরানা কি আপনি জানেন?
 — আমি বলেছি, আমি নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। নারী বিষয়ে আমার জ্ঞান বেশি একথা কখনোই বলিনি।
 — ‘নারী স্বাধীনতা’ এটা এনজিওদের ও নারীবাদীদের শ্লোগান। আজো যৌতুকের জন্য, পরকীয়া প্রেমের জন্য, অভাব দারিদ্র্য ও দাম্পত্য কলহের কারণে কতো নারী যে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, অনেকেরই জীবন চলে যাচ্ছে।
 — এটা সত্য, তবে শেখ হাসিনা সরকার নারীর উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।
 — আপনার একটি বাজে প্রবলতা হচ্ছে, আপনি কথায় কথায় হাসিনা সরকারের প্রশংসা করেন। আপনি মনে হয় সরকারের দালাল।
 — কেউ ভালো কাজ করলে, তার প্রশংসা করা উচিত। দুর্ভাগ্য যে, এই সংস্কৃতি ধীরে ধীরে পরিবার ও সমাজ থেকে উঠে যাচ্ছে।
 — ভালোর প্রশংসার পাশাপাশি মন্দ কাজের সমালোচনাও করতে হবে। এই সরকার যানজট নিরসন করতে পারেনি, শেয়ারবাজারের পতন ঘটেছে, বাজার দর নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি, রাজভান্ডারের টাকাও চুরি হয়ে গেছে। ব্যাংক ডাকাতি, জালিয়াতি হয়েছে, এটিএম কার্ড জালিয়াতি হয়েছে। ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট হয়েছে। এসব তো আপনার চোখে পড়বে না। এসবের সমালোচনা করে পত্রিকায় কলাম লিখুন, টক শোতে আপনার বক্তব্য তুলে ধরুন। দেখি আপনি কেমন নীতিবাগিন্দ।
 — মিডিয়া সম্পর্কে আপনার ধারণা স্বচ্ছ না, আমি চাইলেই এটা পরবো না। পত্রিকা বা চ্যানেল কী চাচ্ছে সেটাই বড় কথা।
 — মিডিয়া তো এখন সরকারের দালালি ছাড়া আর কিছুই করে না।
 — এটা আপনার একপেশে বক্তব্য, ব্যক্তিগত আক্রোশ।
 — আপনি আবারো খেই হারিয়ে ফেলেছেন, অন্য প্রশঙ্গে চলে গেছেন। আপনার স্বপ্ন পূরণ আর স্বপ্নভঙ্গের গল্প তো বললেন না।
 — কথা বলতে গেলে নানা প্রশঙ্গ আসবেই। আজ আমার তাড়া আছে। কাল সকালে এ বিষয়ে আলাপ করবো।
 — প্রতিদিন সকালে তাজমহল রোডের এই পার্কটিতে বসে থাকা আপনার নেশায় পরিণত হয়েছে?
 — এ সমাজের অনেকেই মদ, নারী, মাদক ও টাকায় আসক্ত। এটা নিশ্চয়ই আপনি জানেন।
 — না জানার তো কারণ দেখি না।
 — জানেন, তবে ওই দিকে আপনার মনোযোগ কম।
 — আপনার ধারণা ভুল, নারীতে আমার বরাবরই আসক্তি ছিল, তবে এখন নেই। আর টাকার আসক্তি, টাকা তো এক সময় আমার পায়ের নিচে গড়াগড়ি খেত।
 — এখন তো দেখছি, দুটোই আপনার কাছে নেই।

— নিঃস্ব লোকের কাছে কিছুই থাকে না, এটা কি আপনি জানেন না? সুসময়ে বন্ধু বটে অসময়ে হায় হায়, কেউ কারো নয়।

— আমার জানা মতে যারা নারী দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাদের নারী আসক্তি কমে যায়। নারীর প্রতি তাদের ঘৃণা জন্মে। দীর্ঘ বিরতির পর কারো কারো আবার আসক্তি জন্মে। তবে নারীর কাছ থেকে যারা বড় ধরনের আঘাত পেয়েছে, যাদের জীবন বিপন্ন হয়েছে— তারা জীবনে আর কখনোই নারীমুখী হয় না বা হতে চায় না।

— নারী সম্পর্কে ধারণা তো ভালো রাখেন।

— ওই দিন রেগে বললেন, নারী সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই।

— হয়ত বলেছিলাম।

— আচ্ছা, নারীর প্রতি আপনার এখন আসক্তি নেই কেন? নারীর দ্বারা কি প্রভাবিত হয়েছেন?

— নারীর দ্বারা তো বটেই, ঘরের নারীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি সবচেয়ে বেশি।

— ঘরের নারীর দ্বারা কম-বেশি সবাই প্রভাবিত হয়ে থাকে। সংসার করতে গেলে এমনটা হবেই। ও আচ্ছা, মনের পড়েছে আপনার স্বপ্নভঙ্গের কথাটি বলুন। গতকাল যেখান থেকে আপনি শেষ করেছেন, সেখান থেকেই শুরু করুন।

— নারীকে কেন্দ্র করে কোন পুরুষের না স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে?

— আপনার স্বপ্নভঙ্গের কথাটি বলুন। আমি লক্ষ্য করছি, এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলেই আপনি এগিয়ে যান।

— আপনার অভিযোগ ঠিক না। আসলে আমি অস্থির জীবন যাপন করছি। সারাক্ষণ পাওনাদারদের ফোন আসে। কে কতো টাকা পাবে তা আমি ডায়েরিতে লিখে রেখেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হচ্ছে, কারো টাকাই পরিশোধ করতে পারছি না। একটি চাকরির জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরছি। উল্টো ডিগ্রি নেই দেখে চাকরি হচ্ছে না।

— আপনার বয়সের যারা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা, তাদের তো এই শহরে একাধিক বাড়ি রয়েছে, গাড়ি রয়েছে, ব্যাংকে কাড়ি কাড়ি টাকা রয়েছে। তারা শেষ জীবনে এসে সুখ ভোগ করছেন। আর আপনার এই দুর্দশা। আপনার এ জীবন দেখে দুঃখ হয়।

— আমি এক সময়ে দু'হাতে টাকা খরচ করেছি। এক কোটি টাকা খরচ করে বড় ছেলে ও বউ মাকে আমেরিকা পাঠিয়েছি। তিন বছর বউ-মার পড়ার খরচ দিয়েছি। অথচ তারা এখন আমার দিকে ফিরেও তাকায় না।

— কেবল আপনার ছেলে নয়, বিদেশে যাদের ছেলেমেয়েই গিয়েছে, তাদের মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে। আমার এক আত্মীয়কে জানি, তিনি যদি তার ছেলেকে আজ ফোন করেন, ফোন ধরবে না। হয়ত এক মাস পর ফোন করে জানতে চাইবে তাকে ফোন দেয়া হয়েছিল কিনা। আরেক আত্মীয়ের কথা জানি, তার সঙ্গে তার ছেলের যোগাযোগ আছে, কিন্তু ৩০ বছর ধরে দেশে আসে না। এমনকি কিছুদিন আগে মা-বাবা দু'জনই মারা গিয়েছে, তারপরেও আসেনি। এটা কি নিষ্ঠুরতা নয়?

— আসলে পারিবারিক বন্ধন, আত্মার টান, হৃদয়তা— এ সব উঠে গেছে। এই শহরে থেকেও তো ছেলে বাবা-মায়ের খোঁজ নেন না। বাবা-মাকে থাকতে হয় বৃদ্ধাশ্রমে। কেউ কেউ বাবা-মাকে নির্যাতন হত্যা করে।

— এটা কি মূল্যবোধের অবক্ষয় নয়।

— মূল্যবোধের অবক্ষয় তো সর্বত্র। ব্যাপকভাবে সমাজে পরিবর্তন ঘটেছে। আগে এই পরিবর্তন ছিল ইতিবাচক। আর সমাজে এখন যা ঘটছে তার প্রায় সবই নেতিবাচক। যার কারণে প্রবলভাবে সামাজিক অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। ধীরে ধীরে সামাজিক বন্ধন ও সমাজ কাঠামো ভেঙে পড়েছে।

— আপনার উচিত এ বিষয়ে ব্যাপক লেখালেখি করা। মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

— দেশের ১৬ কোটির মধ্যে কতজন পত্রিকা পড়ে তা আপনার নিশ্চয়ই জানা উচিত। দেশের জনসংখ্যা বেড়েছে কিন্তু পাঠক বাড়েনি। মানুষ এখন জীবন-জীবিকা নিয়েই ব্যস্ত— পত্রিকা পড়ার সুযোগ কোথায়?

— তারপরও আপনাকে লিখতে হবে আপনার দায়িত্ব আপনাকে পালন করতে হবে।

— জন্মের পর থেকেই দায়িত্ব পালন করছি। না হয়েছে আমার ও পরিবারের লাভ, না হয়েছে সমাজ ও রাষ্ট্রের।

— আপনি নিশ্চয়ই জানেন, যিশুর ক্রুশ যিশুকেই বহন করতে হয়েছে।

নিজের চেষ্টা নিজেই করতে হয়, নিজের ভাগ্যও গড়তে হয় নিজেই।

— যদি তাই হয় তাহলে আপনি কেন ভাগ্যবিড়ম্বিত। আপনি নিঃস্ব-রিক্ত, সম্বলহীন। আপনার পায়ের তলায় মাটি নেই। আপনি এখন দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাতারে এসে দাঁড়িয়েছেন।

— এই ধরনের কথা আমার পরিবারের লোকজনও বলে।

— আপনার প্রকৃত অবস্থা যদি তারা জানে তাহলে তো এরচেয়ে খারাপ কথা তাদের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হওয়ার কথা।

— উচ্চারিত হয় না, সেটা আপনাকে কে বললো। ওরা আমাকে ফকির, খয়রাতি, ভিখিরি, অযোগ্য, অপদার্থ— আরো কতো কী বলে।

— এসব আপনি পিতা ও স্বামী হিসেবে সহ্য করেন।

— অর্থ না থাকলে মানুষ অর্ধেক মরে যায়। আর অর্থ সংসার দুটো না থাকলে ওই ব্যক্তি জীবিত থেকেও মৃত। আমার অবস্থা হয়েছে তাই। আমি যে কোনো সময় মারা যেতে পারি।

— আপনার এখন পরিণত বয়স। এ বয়সে মৃত্যু হতেই পারে। কিন্তু মৃত্যুর জন্য নিজে উদ্যোগ নেবেন কেন? কেনই বা মৃত্যু কামনা করবেন।

— আমার অবস্থানে আপনি এলে কী করতেন।

— যারা সাবধানী ও সব কিছুতেই পরিমিতিবোধ যাদের মধ্যে রয়েছে এবং যারা কঠোর পরিশ্রমী তারা আপনার মতো প্রান্তিক অবস্থায় পৌঁছবে না।

— আপনি কীভাবে নিশ্চয়তা দিচ্ছেন? আপনি কি সবজানতা। কী ভাবছেন আপনি? আমি কি বাউন্ডেলে, নচ্ছার, অপদার্থ।

— এসব কোনোটাই আপনাকে বলবো না। শুধু বলবো, ওই গুণ যার মধ্যে রয়েছে, তিনি খুব কমই বিপদগ্রস্ত হন।

— আমার ভেতর কি ওই সব গুণ নেই।

— নেই তা বলবো না, তবে ঘাটতি রয়েছে। যদি ঘাটতি না থাকতো, তা হলে আপনি এমন প্রান্তিক অবস্থায় পৌঁছতেন না। যা হোক এসব বিতর্কের ব্যাপার। কী কারণে আপনি বার বার প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাচ্ছেন তা ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে ওই বিষয়ে আমার যথেষ্ট কৌতূহল রয়েছে।

— আপনাকে এড়িয়ে যাওয়ার মতো কোনো প্রসঙ্গ আমার জীবনে নেই। সব কথাই অকপটে আপনাকে বলি। আমার জীবনের ভেতর-বাহির সবই এক, অন্তত আপনার কাছে, উপস্থাপনের দিক থেকে।

— প্রসঙ্গটি তৃতীয়বার আলোচনায় আসার পরও আপনি খোলাসা করে কিছু বলছেন না।

— আপনাকে তো বলেছি, ইদানিং আমার স্মরণশক্তি লোপ পেয়েছে, কোনো কিছুই মনে রাখতে পারি না, ঠিক আগের মতো।

— আপনার কথা হয়ত সত্য, তবে কিছু মানুষ এ সমাজে রয়েছে, যারা বিশ্বস্ত ভেবে জীবনের কোনো গোপন কথা আস্থাভাজন কোনো বন্ধুকে বলতে চায়, পরে আবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। আপনার ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটেছে কি না।

— দেখুন জহির সাহেব, আমি তেমন মানুষ নই। আমি যা বলতে চাই কিংবা বলার সিদ্ধান্ত নিই, অবলীলায় বলে ফেলি। লাভ-ক্ষতির হিসাব কষি না।

— তাহলে এবার বলে ফেলুন।

— বলবো তো নিশ্চয়ই। তবে প্রসঙ্গটি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে।

— আপনার সঙ্গে যখন তাজমহল রোডের মিনার মসজিদ সংলগ্ন পার্কে বসে প্রথম আলাপ শুরু করি, তখন আপনি বলেছিলেন আপনার জীবনে বড় ধরনের দুটো প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। এবার মনে পড়েছে।

— ও আচ্ছা, ওই কথা। ওটা তো আমার জীবনের গভীর ক্ষত। ওটাতো অনিরাশ্রয়যোগ্য কোনো ঘাতক ব্যাধির মতো আমার সঙ্গে লেপ্টে আছে। যখনই কথাটা মনে করি কঁচকে যাই, ব্যথিত হই। মন দুঃখ ভারাতুর হয়ে ওঠে।

— এবার তাহলে বলুন কথাটা।

— আসলে ওই ধরনের কথা বলার একটা বিশেষ পরিবেশ লাগে, পাশাপাশি মানসিক প্রস্তুতিও থাকা চাই।

— আপনার কি আজ মন ভালো নেই।

— মন ভালো থাকা মন্দ থাকা এটা আপেক্ষিক ব্যাপার। নিজের মনকে ভালো রাখার দায়িত্ব তো অন্য কেউ নিতে পারবে না। তবে ব্যক্তি, চারপাশের পরিবেশ ঘটনা-দুর্ঘটনা এসব তো মনকে প্রভাবিত করতে পারেই। সবচেয়ে বড় কথা হলো মন নিজের নিয়ন্ত্রণে আছে কিনা। আমি

জীবনের সব ঘটনা-দুর্ঘটনাকে, শুভ-অশুভকে ভালো-মন্দকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে শিখেছি। আর এই শিক্ষাটা আমি আমার বাবার কাছ থেকে পেয়েছি।

— আমি আপনার উল্টো। আমি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ অথচ বাস্তববাদী মানুষ। অনিয়ম-অনাচার, বিশৃঙ্খল জীবন— এসব আমার একেবারেই না-পছন্দ। আমি সব সময় নিস্তরঙ্গ জীবন চাই, ওই জীবনকেই আমি ভালোবাসি। চারপাশের বন্ধুরা নানা ঝামেলা নিয়ে আপনার মতো স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে। ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা ঋণ, মাথার ওপর মামলা ঝুলছে একাধিক, আত্মীয়-স্বজন রোগশয্যায় কেউ বা শোকে আহাজারি মাতম করছে— কারো বা বাসায় বাজার নেই, তিন মাসের ঘরভাড়া বাকি। ছেলেমেয়েদের স্কুলের বেতন দিতে পারছেন না, তার পরেও তারা স্বাভাবিক রয়েছে। কোনো ঝামেলাই তাদের প্রভাবিত করতে পারছে না।

— এদের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, কৌতূহলপ্রবণ জীবন এদের নয়। এরা জীবনকে সাদা দৃষ্টিতে দেখে। তারা মনে করে জীবন থাকলে, জীবনে জটিলতা থাকবেই। আর এভাবেই মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়। তারা ধৈর্যশীল ও কষ্ট সহিষ্ণু।

— আপনিও তো জীবনকে ওইভাবে দেখেন।

— হয়তো দেখি, হয়তো দেখি না।

— আচ্ছা সুশৃঙ্খল জীবন-যাপন কি আত্মকেন্দ্রিক জীবন, স্বার্থপরতার লক্ষণ?

— সুশৃঙ্খল জীবন বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন।

— যেমন ধরুন। প্রতিদিন একই সময়ে (ভোরে) ঘুম থেকে ওঠা, নিয়মিত অফিসে যাওয়া, পরিমিত আহার করা, সংসারের দিকে মনোযোগী হওয়া, দেরিতে বাসায় না ফেরা কিংবা বাসার বাইরে রাত না কাটানো। বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা ইত্যাদি।

— এই ধরনের জীবন যাপন করা কঠিন, তবে এটাকে স্বার্থপর বা আত্মকেন্দ্রিক জীবন না। এটা যে বলেছেন তার জীবন সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতা নেই। অথবা জীবন সম্পর্কে তার ধারণা ভাসাভাসা।

— জীবন সম্পর্কে কার ধারণা কেমন, এটা জানা বা বোঝার আগে, আপনার প্রধান দুটো স্বপ্ন অর্পণ থাকার বিষয়ে বলুন। প্রয়োজনে পাঁচ মিনিট একা একা ভাবুন। এই ফাঁকে পার্কটিতে আমি একটি চক্র দিয়ে আসি।

— আপনি যখন নাছোড়বান্দা তখন আপনাকে কথাটা বলতেই হয়।

— আমি যখন শুনতে আগ্রহী তখন আপনার বলা উচিত। জীবন সম্পর্কে আমিও নতুন ধারণা পেলাম।

— দেখুন জহির সাহেব, আমার দু'জন স্ত্রী, এটা আপনাকে এর আগে বহুবার বলেছি।

— আমার দাদির বড় ভাই করিম খাঁ মাতব্বরেরও দুজন স্ত্রী ছিলো। দাদির চাচাতো ভাই ওয়াহাব খাঁ, ইয়াছিন খাঁ এদেরও দুই স্ত্রী ছিলো। গ্রামগঞ্জে অনেকেরই দুজন স্ত্রী রয়েছে। একসঙ্গে চারজন স্ত্রীর কথাও শুনেছি। আমার এক প্রতিবেশী চাচাতো ভাই তারও একই সঙ্গে তিনজন স্ত্রী ছিলেন। একসঙ্গে দুজন স্ত্রী থাকা ভাগ্য ও সাহসের ব্যাপার।

— আপনি তো সাহসী মানুষ, মাঝে মাঝে নিজের সাহসের প্রশংসা করেন। বিয়ের ক্ষেত্রে সাহসিকতার পরিচয় দিতে পারেননি কেন?

— আমাদের পরিবার ও বংশে দুই বিয়ের রেওয়াজ নেই। এমন কি অকালে স্ত্রী মারা গেলেও আমাদের পরিবারের কেউ দ্বিতীয়বার বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হয় না। এটা আমাদের পারিবারিক সংস্কৃতি বলতে পারেন।

— এ ধরনের পরিবার তো সমাজে খুবই কম।

— কেবল তাই নয়, আমাদের পরিবারের কেউ স্ত্রী-সন্তানকে মানসিক কিংবা শারীরিক নির্যাতন করে না। তারা পরিবারের সদস্যদের প্রতি ত্যাগী, সহনশীল ও উদার।

— আমার মানসিকতাও এমনই, তবে আমার পরিবারের সদস্যদের মানসিকতা সম্পূর্ণ উল্টো। তারা যখন-তখন আমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করে, সুযোগ পেলেই মারমুখী হয়। তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বললে আমার পেছনে মাস্তান লেলিয়ে দেয়। ওদের কারণে আমার জীবন বেশ কয়েকবার হুমকির মুখে পড়েছিল।

— আপনার দুই বিয়ে করার কারণ এবং পরিবারকে কেন্দ্র করে জীবন সংহারের কাহিনী পরে শুনবো, আগে শুনতে চাই, আপনার স্বপ্নভঙ্গের





আকাশের দিকে তাকালে আকাশকে যেমন আমি বুঝতে পারি না, তেমনই বহু বছর ধরে নারীদের সঙ্গে আমি চলেছি, আমার ‘আপন বউয়ের’ সঙ্গে ২৫ বছর সংসার করছি, কাউকেই আমি ভালোভাবে চিনতে বা আবিষ্কার করতে পারিনি। নারীকে শতভাগ বুঝেছে, চিনেছে, তার গভীরে প্রবেশ করেছে এমন দাবিও কোনো পুরুষের পক্ষ থেকে আজ পর্যন্ত করা হয়নি

কাহিনি।

— আমার প্রথম স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে দুই স্ত্রী দ্বারা। আর দ্বিতীয় স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে আমার একমাত্র কন্যার দ্বারা।

— দুই স্ত্রী দ্বারা কীভাবে আপনার স্বপ্নভঙ্গ হলো?

— আমি বরাবরই চেয়েছিলাম ভার্জিন মেয়ে বিয়ে করবো, আমিই হবো তার জীবনের প্রথম পুরুষ। আমার সে আশা সে স্বপ্ন পূরণ হয়নি। আমি বাসরঘরে রক্ত দেখতে চেয়েছিলাম। যা দেখে আমি উৎফুল্ল হবো, উল্লাসে ফেটে পড়বো। আমি নববধুর চিৎকার শুনবো। বলবো, আমি পেয়েছি, আমিই তাকে প্রথম পেয়েছি।

— আপনার মানসিকতা দেখছি সংকীর্ণ মধ্যযুগীয় আদিম। একজন উচ্চশিক্ষিত মানুষ হয়ে, কবি হয়ে আপনি এ মানসিকতা লালন করেন কী করে?

— আমি যা চেয়েছিলাম তা পাইনি, এটা ধ্রুব সত্য, এটার সঙ্গে মানসিকতার কী সম্পর্ক।

— যখন একটি মেয়েকে আপনি ধর্মীয়, সামাজিক ও মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করলেন, তখন তার ভালো দিকের দায় যেমন আপনার, একইভাবে মন্দ দিকটার দায়ও আপনার। তার ভালোমন্দ দুটোই আপনাকে গ্রহণ করতে হবে। শুধু ভালো দিকটি গ্রহণ করবেন আর তার মন্দ দিকটির জন্য তাকে তিরস্কার বা বর্জন করবেন এটা তো হতে পারে না।

— আপনার কি জানেন, স্ত্রী পছন্দ না হলে কিংবা পছন্দ না হলে স্বামী বাসরঘরেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এক ঘণ্টা থেকে ২৪ ঘণ্টা সংসার করার ইতিহাসও বিশ্বে রয়েছে।

— আপনি যা বলছেন, এটা আমি জানি। এও জানি বিয়ে হচ্ছে জীবনের একটি লটারি। অথবা বিয়ে হচ্ছে দ্বিতীয় নরকে প্রবেশ। বিয়ে সম্পর্কে এমন অনেক কথাই বলা যায়। তবে আপনার মতো মানুষের বিয়েকে স্বাভাবিকভাবেই মেনে নেয়া উচিত।

— আমি যে ধরনের স্ত্রী পেয়েছি, আপনি হলে কী করতেন?

— স্ত্রীকে আর কী করা যায়। কেউ গভীরভাবে ভালোবাসে, ত্যাগ স্বীকার করে, কেউ শারীরিক মানসিক নির্যাতন করে, আবার কেউ হত্যা করে। আর তালোক দেয়ার ঘটনা তো অহরহই ঘটছে।

— আপনি কী করছেন সেটা বলুন।

— দুই ব্যক্তি যতো অন্যায়ই করুক না কেন, আমি তাদের ক্ষমা করে দিই। একজন মা অন্যজন স্ত্রী। যদিও ইদানীং সন্তানরা মাকে হত্যা পর্যন্ত করছে।

— কেন এ দুজনের অপরাধকে ক্ষমা করে দিন।

— প্রথমত কোনো মায়ের অপরাধই সন্তানের কাছে অপরাধ হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়ত স্ত্রী হচ্ছে আমার জীবনসঙ্গিনী, সন্তানদের জননী এবং সংসারের রক্ষাকর্তা। সব সময় তার দোষ ধরলে, অপরাধী হিসেবে গণ্য করলে এবং শারীরিক-মানসিক শাস্তি দিলে সংসার ও সন্তানদের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে, সংসারে অশান্তি দেখা দেয়। জেনেশুনে এমন বিপদ ডেকে আনবো কেন?

— আপনার মতো মানবিক, নীতিবাগিশ যদি সবাই হতো, তাহলে ঘরে ঘরে সুখের বন্যা বয়ে যেত। প্রতিটি সংসার টিকে যেত, চারদিকে এতো নির্যাতন হত্যার ঘটনা ঘটতো না।

— হয়ত ঘটতো না। তবে আমি বিয়ের পর স্ত্রীর বিষয়-আশয় নিয়ে আক্ষেপ করি না। আমি মনে করি, এমনটাই ঘটার কথা ছিল। আক্ষেপ করলেই জীবন জটিল হয়ে পড়ে মন খারাপ হয়ে যায়। সংসারে অশান্তি বাড়ে। যেমন আপনি প্রায় প্রতিদিনই আক্ষেপ করছেন। আসলে স্ত্রীকে বিচার করতে হবে নিজের অপরাধের দিকে তাকিয়ে। তো আপনি কীভাবে নিশ্চিত হয়েছিলেন আপনার স্ত্রীর ব্যভিচারিতা সম্পর্কে।

— প্রথমে ভেবেছিলাম রোখসানার মতো মেয়েই হয় না। কতো নম্র আর লাজুক। দেখলে কেবল ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

— সমস্যা কোথায় হলো সেটা বলুন।

— আমি তখন ইডেন কলেজের প্রভাষক। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অধীনে, তখন অবশ্য নাম অন্য ছিল তবে সরকারি কলেজে চাকরিতে ঢুকেছি। স্বাধীনতার পরের কথা। কলেজ ভর্তি সুন্দরী মেয়ে। আমি কবিতা লিখি, ক্লাসে কবিতার চরণ কখনো কখনো আওড়াই। ছাত্রীরা আমার ভক্ত হয়ে যায়। ছাত্রীদের কেউ কেউ আমাকে ফুলও উপহার দেয়।

— ভালো কথা। এর মধ্যে অসুবিধা কোথায়।

— প্রথম দিকে তো অসুবিধা কিছুই ছিল না। ছাত্রীদের ভালোবাসায় সিঁক্ত হচ্ছিলাম আমি। ইডেন কলেজে যোগ দিয়ে আমার মনে হয়েছিল, হৃদয়ের বন্ধ সব দরোজা-জানালা এবার খুলে গেল। আমি সম্পূর্ণ নতুন এক পৃথিবীতে প্রবেশ করলাম।

— এটা তো খুবই ভালো কথা। অনেকেই তো সারাজীবন চেষ্টা-সাধনা করে খুলতে পারে না। আর আপনারটা এমনি এমনি খুলে গেল। আপনার মতো সৌভাগ্যবান পুরুষ তো আমি খুব কম দেখছি। আমার প্রপ্ন হচ্ছে, হঠাৎ ওরা আপনাকে ফুল দিলো কেন? আপনার প্রতি মোহাবিষ্ট হয়ে? আপনি যে শিক্ষক এটা কি ওরা ভুলে গেল।

— ঠিক তা নয়। আগের দিন ক্লাসে আমি বলেছিলাম, আগামীকাল আমার জন্মদিন।

— ও, আচ্ছা এই কথা। এর মধ্যেও তো আমি খারাপ কিছু দেখছি না। স্যারের জন্মদিন ছাত্রীরা পালন করতেই পারে।

— আমিও দোসের কিছু দেখছি না। বিপত্তি ঘটেছে সবশেষে যে মেয়েটি ফুল নিয়ে এসেছিল।

— কেন, সে কী করেছিল?

— কী আর করবে? আমাকে ফুল দিলো এবং বললো এতো সুন্দরীদের ভিড়ে স্যার আমাকে কি আপনি মনে রাখতে পারবেন? তার কথার ধরনই ছিল আলাদা।

— তারপর কী হলো?

— কী আর হবে? মেয়েটির প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়ে যাই। ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

— মধুর সম্পর্ক মানেই মধুর জীবন। তিক্ত সম্পর্ক মানেই তিক্ত জীবন। কোন জীবন মেয়েটি আপনাকে উপহার দিয়েছে।

— মেয়েটি আমাকে যে জীবন উপহার দিয়েছে সে জীবনের কথাই আপনাকে আজ বলতে চাচ্ছি।

— বলুন, আজ সে কথাই শুনবো।

— মেয়েটির বাবা সিলেটের চা বাগানে চাকরি করতেন। আমাকে একবার নিয়ে গেল সেখানে। বাংলোতে থাকতে দিলো, আদর আপ্যায়ন করলো। আতিথেয়তার কোনো কমতি নেই।

— তারপর কী হলো?

— রাত গভীর হতে থাকলো। একসময় মেয়েটি আমার কাছে চলে এলো এবং আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

— স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা যে পর্যায়

ছিল, তাতে কোনো বাবা-মা স্বেচ্ছায় নিজেদের মেয়েকে এভাবে কোনো পুরুষের পেছনে লেলিয়ে দিতে পারে না। এমনকি কোনো মেয়েও এভাবে নিজেকে সমর্পণ করতে পারে না। পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ তখন একশত শতকের মতো ছিল না।

— আমি এর আগেও আপনাকে বলেছি, নারীদের সম্পর্কে আপনার গভীর ধারণা নেই। জানি, আপনার অনেক নারী বান্ধবী রয়েছে। নারী বান্ধবী থাকা আর নারীদের সম্পর্কে গভীর ধারণা থাকা এক নয়।

— আপনার কথা শতভাগ ঠিক। আমিও ব্যক্তিগতভাবে লেখায় ও বক্তব্যে বহু জায়গায় বলেছি, আকাশের দিকে তাকালে আকাশকে যেমন আমি বুঝতে পারি না, তেমনিই বহু বছর ধরে নারীদের সঙ্গে আমি চলেছি, আমার ‘আপন বউয়ের’ সঙ্গে ২৫ বছর সংসার করছি, কাউকেই আমি ভালোভাবে চিনতে বা আবিষ্কার করতে পারিনি। নারীকে শতভাগ বুঝেছি, চিনেছি, তার গভীরে প্রবেশ করেছে এমন দাবিও কোনো পুরুষের পক্ষ থেকে আজও পর্যন্ত করা হয়নি।

— আপনি মনে হয় আজ একটু বেসামাল।

— এই কথাটার মানে কী? আমি বেসামাল হতে যাবো কেন? লেখক সমাজের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বাস্তববাদী ও কৌশলী এ কথা আপনিই বহুবার আমাকে বলেছেন। তবে অন্যায় অনিয়ম দেখলে ক্ষেপে যাওয়া এবং রগচটা স্বভাবের আমি— এটা তো আপনিসহ আমার পরিচিত বলয়ের সবাই জানে।

— তা ঠিক আছে, তবে আপনি নিজের স্ত্রীকে ‘আপন বউ’ বললেন, তখন আমার খটকা লাগে বৈ কি। দয়া করে এ কথাটা অন্য কারো কাছে বলবেন না।

— বললে কী হবে?

— কিছুই হবে না, মানুষ আপনাকে পাগল বলবে।

— দেখুন, আমি যুক্তি ছাড়া কথা বলা নিজেও পছন্দ করি না, অন্য কেউ যুক্তিহীন কথা আমার সামনে বলুক এটাও আমার একেবারে না পছন্দ।

— নিজের স্ত্রীকে কেউ ‘আপন বউ’ বলে সম্বোধন করে, এর মধ্যে কী যুক্তি রয়েছে?

— আমি যখন অনামিকাকে ‘আপন বউ’ বলে সম্বোধন করি ও তখন হাসে এবং এই ডাকার পেছনে যুক্তি কী তা ও জানতে চায়। ও জানে আমি ওকে অনামিকা, অধরা, মৌমিতা, এমন অনেক নামেই ডাকি। যদিও ওর নাম অনামিকা হক। আমি ওকে বলি। পুরুষরা আর আগের পুরুষ নেই। বেশিরভাগ পুরুষই স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করে। স্ত্রীকে হত্যা করা তো এখন এক ধরনের বিপজ্জনক পারিবারিক সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সূতরাং ওই শ্রেণির বাইরে আমি। আমি বিয়ের ২৫ বছরেও স্ত্রীর গায়ে হাত তুলিনি। তার ইচ্ছেকে সব সময় প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করেছি। স্ত্রীকে কখনো অমর্যাদা করিনি। অনামিকার বাবা ওর হাত আমার হাতে রেখে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলেছিলেন জহির আমার একমাত্র আদরের মেয়েকে তোমার হাতে তুলে দিলাম, ও অভিমানী, জেদি, রাগী, একরোখা, তারপরেও তুমি তাকে অমর্যাদা করো না। যদিও এই ধরনের কথা কন্যা সম্প্রদানের সময় প্রত্যেক অভিভাবকই বলে থাকেন। কিন্তু এর কোনো বাস্তব প্রয়োগ বা প্রতিফলন নেই।

— এই ঘটনার সঙ্গে আপনার ‘আপন বউ’ বলার সম্পর্ক কী?

— আপনি জ্ঞানী কিন্তু মাঝে মধ্যে বাস্তব জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

— স্ত্রীকে যারা শারীরিক-মানসিক নির্যাতন করে, কথায় কথায় তালুক দেয়ার হুমকি দেয়। স্বামীর কথামতো না চললে হত্যা পর্যন্ত করে। এদের কাছে স্ত্রী ‘আপন বউ’ হয় কীভাবে। আমি তার বিপরীত চরিত্রের এই কারণেই স্ত্রীকে ‘আপন বউ’ বলে সম্বোধন করি।

— আমিও তো স্ত্রীকে আপন বউ করতে চেয়েছিলাম, তা আর পারলাম কৈ?

— সেটা তো আপনার ব্যর্থতা। নিজের ব্যর্থতার দায় অন্যের ঘাড়ে চাপানো উচিত নয়। অথচ বাঙালিরা এই কাজে সিদ্ধহস্ত।

— আগেও বলেছি আপনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট। সংসার করেছেনও আমার চেয়ে কম সময়। আমার পর্যায়ে এলে, আপনার ছেলেমেয়ে বড় হলে তখন বুঝতে পারবেন আপনি সফল না ব্যর্থ।

— আমি জীবনে সকল ক্ষেত্রে সফল হইনি। উল্টোভাবে বলতে পারি আমার জীবনে ব্যর্থতাই বেশি। সংসারের ক্ষেত্রেও যে সফল হবো এটা তো বলিনি। আমি বলেছি স্ত্রীর মর্যাদা ও স্বাধীনতার কথা।

— আপনি মনে হয় ভুলে গেছেন। নারীকে অতিরিক্ত স্বাধীনতা দিলে সে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে।

— এ কথা আপনি বারবার বলেছেন, নিজের জীবন ও সংসারের দিকে তাকিয়ে। স্ত্রী নির্বাচনে যিনি ভুল করেন, তার জীবন পুরোটাই ভুলের মধ্যে থাকে। আপনার জীবনও ভুলের মধ্যে আছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষই প্রতিভূ, স্বামীই প্রতিভূ। আপনি অসহায় অবলা নারীকে স্বাধীনতা দিলে নারী স্বাধীন, না দিলে স্বাধীন নয়। আর যে নারী স্বাধীনতা চায়, তাকে আপনি শত চেষ্টা করেও ঘরে বন্দি করে রাখতে পারবেন না। প্রয়োজনে সে স্বামীকে ছেড়ে নিজের মতো করে চলবে। নারী স্বাধীনতার চূড়ান্ত স্লোগান আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে?

— প্রথমত আপনি আমাকে অপমান করেছেন। আতি তো বারবার বলছি নারী বিষয়ে আপনার ধারণা অগভীর অস্বচ্ছ ও ভাসা ভাসা। আর এই ভাসা ভাসা ধারণা নিয়েই দীর্ঘদিন যাবৎ আমার সামনে বকবক করছেন। তারপরেও স্লোগানটি আমি শুনবো।

— আমি কেবল সত্য বলার চেষ্টা করেছি আপনাকে অপমান করতে যাবো কেন? নারী স্বাধীনতার চূড়ান্ত স্লোগান হলো ‘শরীর আমার সিদ্ধান্ত আমার।’

— গোপনে হোক আর প্রকাশ্যে হোক নারীরা এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে।

— নারীরা করে কথাটা সঠিক নয়। সব নারী করে না। কোনো কোনো নারী করে। আচ্ছা এ প্রসঙ্গ থাক। বাংলোতে মেয়েটি যে আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই গল্প বলুন।

— ঝাঁপিয়ে পড়ার গল্পের ব্যাপারে আপনার এতো আগ্রহ কেন?

— সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে একটি সুন্দরী মেয়ে আপনার ওপর গভীর রাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে— এই গল্প কে না শুনতে চাইবে।

— এর মধ্যে বিশেষত্ব কী। ওই রাতে যদিও আমার ওপর ঝাঁপিয়ে না পড়তো, তাহলে তো আমার জীবন নষ্ট হতো না।

— ঝাঁপিয়ে পড়াটাকে আপনি আপনার জীবনের পতনের সিঁড়ি বা সূত্র হিসেবে খুঁজছেন। আসলে আপনার জীবন এমনিতেই এই প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছতো। কারো জীবন প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছতে তার চারপাশ যতটা না দায়ী তারচেয়ে বেশি দায়ী ব্যক্তি নিজে। আগেই বলেছি আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তি যার নেই, যার নেই স্বশ্রদ্ধা, যার লোভ বেশি— তার তো এমন অবস্থা হবেই।

— আপনি আসলে না বুঝে কথা বলছেন। আবাবো আমাকে অপমান করছেন।

— এ দেশের বেশিরভাগ মানুষই না বুঝে কথা বলে। ফলে তাদের কথার মধ্যে যুক্তি ও গভীরতা থাকে না। যেমন আপনার কথার মধ্যে কোনো যুক্তি বা গভীরতা নেই।

— সত্তরের দশকের শেষের দিকে আমি যখন দশম শ্রেণিতে পড়ি, তখন আমিও একজন স্মার্ট সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছি। কৈ আমি তো তাকে স্পর্শ করার সুযোগ পাইনি। আর এরও চার-পাঁচ বছর আগে মেয়েটি আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এই ঘটনা কেউ বিশ্বাস করবে?

— বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাস ব্যক্তির ব্যাপার। তা দিয়ে তো আর আমার জীবন চলবে না। যা ঘটেছিল তা-ই আপনাকে বলেছি।

— আপনার এই ধারণা থাকা উচিত ছিল কোনো ভার্জিন বাঙালি মেয়ে গভীর রাতে একা কোনো তরুণের কাছে আসবে না, ঝাঁপিয়ে পড়া তো দূরের কথা।

— আসলে আমার নারী সম্পর্কে, তাদের মানসিকতা ও শরীর সম্পর্কে ধারণা ছিল না।

— যদি ধারণাই না থাকে তবে মেয়েটি ঝাঁপিয়ে পড়লো আর আপনি তাকে লুফে নিলেন, আপনি প্রতিরোধ করলেন না কেন?

— একে তো চা বাগানের বাংলো, গভীর রাত, সুন্দরী নারী, চারদিকে প্রকৃতির হাতছানি সব মিলিয়ে উপেক্ষা করার সুযোগ ছিল না।

— যদি সুযোগই না থাকবে এবং বিষয়টিকে উপভোগ, ভোগ হিসেবে নিয়েছেন, তাহলে আক্ষেপ করছেন কেন?

— আক্ষেপ করছি এই কারণে যে, আমি তার জীবনের প্রথম পুরুষ নই।

— কীভাবে নিশ্চিত হলেন যে, আপনি তার জীবনের প্রথম পুরুষ নন।

— অনেক সময় শারীরিক বিষয়-আশায় দেখেও নিশ্চিত হওয়া যায়। তবে আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম তার পূর্বের রগরণে প্রেমকাহিনি থেকে।

— তার মানে মেয়েটি আগে প্রেম করেছে।

— সে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মাত্র এক রাত। এর আগে যে ম্যানেজার এই বাংলাতে থাকতেন, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো প্রায় প্রতি রাত। ম্যানেজার সাহেব বাংলা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তার জন্য উন্মাদ হয়ে বাগানে বাগানে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে সে। অর্ধনগ্ন অবস্থায়ও অনেকেই তাকে দেখেছে।

— এই রগরণে কাহিনি আপনি জানলেন কীভাবে?

— চা বাগানের লোকজনই আমাকে বলেছে।

— তাদের কথা আপনি বিশ্বাস করলেন, তারা তো মেয়েটির চরিত্র হরণও করতে পারে। যা আমাদের সমাজে প্রায়ই হচ্ছে।

— তা হবে কেন? আমাকে তো একজনে বলেনি। বাগান এলাকার সবাই জানে।

— এই ঘটনা জানার পরেও মেয়েটির সঙ্গে আপনি সম্পর্ক রাখলেন কেন?

— আমি ঘটনাটি বিয়ের পরে জানতে পেরেছি।

— আপনার স্বপ্ন ছিল ভার্জিন মেয়ে বিয়ে করবেন, যখন জানতে পারলেন মেয়েটি ওই রকম না, তখন আপনার পিছিয়ে আসা উচিত ছিল।

— সে সুযোগ আমার ছিল না। কারণ ওর সঙ্গে চা বাগানে রাত কাটানোর পর আমি ঢাকা চলে আসি। এর কয়েক দিন পর ও আমাকে নিয়ে রমনা পার্কে ঘুরতে আসে।

— ঘুরতে আসা তো ভালো কাজ। এর মধ্যে রোমান্টিকতা ভালোবাসা আনন্দ উল্লাস নিহিত। যাকে নিয়ে রাত কাটাতে পারেন, যে আপনাকে তরুণ বয়সে শরীরী আনন্দ দিয়েছে, তাকে নিয়ে ঘুরতে যাওয়াটা দোষের কী?

— আমিও দোষের কিছু দেখি না। কিন্তু বিপত্তি ঘটলো অন্যথানে, যা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

— কী ঘটেছিল তারপর।

— হঠাৎ পুলিশ এলো এবং আমাকে বললো, আপনি মেয়েটিকে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছেন। আপনাকে আমাদের সঙ্গে থানায় যেতে হবে। পুলিশের কথা শুনে আমি বিস্মিত ও ভীত হলাম। শেষ পর্যন্ত আমাকে থানায় যেতে হলো। বুঝতে পারলাম, আমি চক্রান্তের শিকার।

— তারপর কী হলো।

— কী আর হবে মেয়েটাকে বিয়ে করতে বাধ্য হলাম।

— আপনি যে ওই ধরনের একটি প্রতারণার ফাঁদে পড়তে পারেন, আগে বুঝতে পারেননি।

— বিষয়টি বুঝতে পারা আমার জন্য কঠিন ছিল।

— প্রি-অকোপেশন বলে ইংরেজিতে একটা কথা আছে, এটা সাহিত্যেও ব্যবহৃত হয়। নিশ্চয়ই বিষয়টি আপনি জানেন।

— আমি যেহেতু ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র, না জানার কী আছে?

— কী ঘটতে পারে এ বিষয়ে পূর্বানুমান করতে পারেননি কেন?

— এ বিষয়ে আপনি মনে হয় খুব দূরদর্শী।

— আমার দূরদর্শিতা সম্পর্কে কাছের লোক-জন ভালো জানে, জানে পরিবারের লোকজনও।

— এ বিষয়ে কি আপনি স্বর্ণপদক পেয়েছেন? না কি পেয়েছেন জাতীয় কোনো পুরস্কার।

— কোনোটাই পাইনি। তবে দূরদর্শিতার কারণে বহুবার নিজেকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছি।

— এর মধ্যে কি নারীঘটিত বিপদ রয়েছে।

— আমার জীবনে বিপদ বলতে নারীঘটিত বিপদই বুঝি। পুরনো কথাই আমি আপনাকে বলি। আপনি যদি সাপ নিয়ে খেলা করেন, সুযোগ পেলে সাপ আপনাকে ছোবল মারবেই। আপনি যদি অর্থ-সংক্রান্ত কোনো বড় দায়িত্বে থাকেন এবং আপনার টাকা আত্মসাৎ করতে ইচ্ছে করবে, লোভ জাগবে। সুতরাং আপনার চারপাশে নারী থাকবে অথবা আপনি সারাক্ষণ নারী চর্চা করবেন, অসংখ্য নারীর সঙ্গে প্রেম-বন্ধুত্ব করবেন আর কোনো নারীও আপনাকে বিপদে ফেলবে না, এটা কি হতে পারে?

— আপনি কতবার নারীঘটিত বিপদে পড়েছেন।

— এটা জেনে আপনার কী লাভ। আপনি তো এক বিপদেই ঘায়েল হয়ে গেছেন।

— তারপরেও জানলাম। জেনে অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম।

— আমার জানা মতে আপনার নারী বিষয়ে অভিজ্ঞতার কোনো ঘটনা নেই। নারী বিষয়ে জীবনের প্রথমভাগে যারা হাঁচট খায়, তারা দুই

ধরনের পথ অবলম্বন করে। হয় তারা ভুলেও ওই পথ মাড়ায় না। অথবা তারা আরো গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে, বারবার প্রতারিত হওয়ার জন্য।

— আমাকে আপনার কোন দলের মনে হয়েছে।

— নারীর ব্যাপারে আপনার বিদ্রোহ ও ঘৃণা রয়েছে। এটা আপনার বাহ্যিক আচরণ কিংবা আচরণ। অথচ ভেতরটা আপনার কোমল। ওদের জন্য আপনার মন কাঁদে, ওদের ভালোবাসতে, কাছে পেতে ইচ্ছে করে। এমনকি এখনো করে।

— আপনার বড় সমস্যা হচ্ছে নিজের কথা অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে চান।

— নারীর দ্বারা আমি বারবার প্রতারিত হয়েছি। তারপরেও নারীকে আমি ভালোবাসি, ওদের কাছে পেতে চাই, এটা নিরেট সত্য। তবে নারী আমাকে বড় ধরনের কোনো বিপদে ফেলতে পারেনি।

— আপনি বিপদে পড়েছেন কি, পড়েননি— তার প্রশ্ন কি আমার কাছে আছে? নারী বিষয়ক বিপদের তো আগামাথা নেই।

— নারী বিষয়ক সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে, নারী কেলেকারিতে জড়িয়ে পড়া এবং অসময়ে বিয়ে করতে বাধ্য হওয়া যেটা আপনি পড়েছেন।

— আপনি মনে হয় নারী বিষয়ে সাধু পুরুষ।

— আমার নারীপ্রীতি রয়েছে, এ কথা আমার পরিচিত মহল সবাই জানে, তারা এও জানে— নারী দেখলেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়ি না। নারী বিষয়ে আমার সুনির্দিষ্ট পছন্দ ও রুচি রয়েছে।

— নিজেকে জাহির করার জন্য এমন কথা অনেকেই বলে। এই সমাজে সবাই নায়ক সাজতে চায় আর ভিলেনদের ঘৃণা করে।

— আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব বেশিদিনের নয়। আমার সম্পর্কে আপনি যা জানেন, তার কোনো গভীরতা নেই। আমার এক বন্ধু আমার সঙ্গে টানা ৩০ বছর চলে বলেছিল, জহির তাকে আমি আজো চিনতে পারলাম না। পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে মানুষ চেনা, তারচেয়েও কঠিন কাজ হচ্ছে নারীকে চেনা।

— এসব তত্ত্বকথা। যারা মানুষ চিনতে পারে, তারা খুব সহজেই পারে। আর যারা পারে না। এক জনমেও পারে না। মানুষকে চিনতে হলে দূরদর্শিতা থাকতে হয়। সবচেয়ে জরুরি সেটা হচ্ছে মানব মনস্তত্ত্ব বোঝা। এটা যে বুঝতে পারে তার পক্ষে মানুষ চেনা খুব কঠিন নয়। আর নারীকে চেনার কথা বলছেন, নারীকে চেনার মানে হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর সাঁতারে পাড়ি দেয়া।

— আসলে নারী বিষয়ে আপনি অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য দেখাতে চাচ্ছেন।

— আপনার ধারণা ভুল। নারী বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা আপনার চেয়ে অনেক বেশি।

— এই দাবির পেছনে যুক্তি আছে কি?

— নিশ্চয়ই আছে। আপনি একাধিক বিয়ে করেছেন এবং যতদূর জানি তাদের দ্বারা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এর মানে এটা ই বোঝায় না যে, নারী বিষয়ে আপনার ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে।

— আপনার অভিজ্ঞতার কথা শুনি।

— যেমন ধরুন আমি অন্তত ১০০ মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছি, প্রেম করেছি কমপক্ষে ২০টি মেয়ের সঙ্গে। আর এই বলয়ের বাইরে গিয়ে বিয়ের জন্য পাত্রী দেখেছি ৩৫টি।

— আপনি যা বললেন এটা আপনার কষ্টকল্পিত গল্প বা বয়ান। ১০০ মেয়ের সঙ্গে প্রেম করার যে যোগ্যতা ও সামর্থ্য লাগে তাতো আপনার নেই।

— কী ধরনের যোগ্যতা লাগে বলবেন কি?

— যারা অত্যন্ত সুদর্শন নায়কোচিত চেহারা যাদের এবং যারা নারীর পেছনে অটেল টাকা ঢালতে পারে। তাদের সঙ্গেই নারীরা বন্ধুত্ব করতে আসে। আপনার সঙ্গে নারীর প্রেম বন্ধুত্ব করতে আসবে কোন দুঃখে।

— আপনি নিশ্চয়ই জানেন জাদুকরি কথা একটা বড় ব্যাপার। কেবল কথার দ্বারা নারীরে যে মোহাবিষ্ট পাগল করা যায় এটা নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে।

— আপনি কেবল কথার দ্বারা কোনো নারীকে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসায় আবদ্ধ করতে পারেন এটা আমার কখনোই মনে হয় না, বিশ্বাসও হয় না।

— এই না মনে হওয়ার বা বিশ্বাস না হওয়ার কারণ কী?

— আপনার কথা আমি দীর্ঘ দিন থেকে শুনে আসছি। আপনার কথার

মধ্যে এমন কোনো মাধুর্য বা আকর্ষণ নেই যে মেয়েরা মুহূর্তে মোহাবিষ্ট বা পাগল হয়ে যাবে।

— আপনার সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলি কোনো সুন্দরী নারীকে কাছে পেলে পুরো ভাষাটাই বদলে যাবে। বদলে যাবে চোখের ভাষা ও মুখের অভিব্যক্তিও। ওই ভাষাটা আমি প্রেম ও বন্ধুত্ব করতে করতেই রপ্ত করেছি। তবে কেবল ভাষা দিয়েই হয় না, ভাষার মধ্যে প্রাসাদ গুণ, মারপ্যাচ থাকতে হয়। এই ভাষা রপ্তা করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়।

— সে আবার কী।

— আপনার আইকিউ শার্প থাকতে হবে, আর প্রাসাদ গুণ হচ্ছে তথ্য ও তত্ত্বের মিশ্রণ ঘটিয়ে রসবোধ সৃষ্টি করা। মেয়েটির উদ্দেশ্যে আপনি যা বলবেন শতভাগ ওর পক্ষে যেতে হবে। অর্থাৎ পুরোটাই প্রশংসা সূচক বাক্য। আর কথার মারপ্যাচ হচ্ছে— কথার পৃষ্ঠে আপনাকে এমন কথা বলতে হবে যাতে মেয়েটি বুঝতে পারে আপনি বন্ধুবৎসল জ্ঞানী ও রসিক। মেয়েটির মনে হবে, এই ধরনের কথা সে জীবনেও শোনে নি। তবে আপনার যদি এ ধরনের অভিজ্ঞতা না থাকে তবে আপনি সফল হবেন না। বরং উল্টো ফলও ফলতে পারে।

— এতোক্ষণ আপনি যা বললেন, তা আমার কাছে বানানো গল্পই মনে হলো। দামি উপহার, দামি খাবার ও নগদ টাকা দিলে মেয়েরা এমনি এমনিই পেছনে ঘুর ঘুর করে।

— আর যাদের এসব দেয়ার ক্ষমতা নেই, সে কী করবে।

— তার নারীর সঙ্গ, ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব পাওয়ার দরকার নেই। সে গাঙ্গে হাত দিয়ে গাছের নিচে বসে থাকবে।

— আমার ও সব দেয়ার ক্ষমতা নেই, কিন্তু ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের দরকার আছে। আর সেজন্যই কথাটা রপ্ত করেছি। আর এই কথাই আমার পুঁজি। শুনে নি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন কেবল বক্তৃতা দিয়েই লাখ লাখ ডলার কামিয়েছেন। আরো মজার ব্যাপার হলো, প্রায় প্রত্যেক নারীর সঙ্গেই আমার রাস্তায় কিংবা কোনো অনুষ্ঠানে পরিচয় হয়েছে।

— আপনার সঙ্গে আমি তর্কে যেতে চাই না। হয়ত আপনার এই বিশেষ গুণটি আমার অজানা।

— আপনারও অনেক বিষয়ে আমার অজানা। আসলে মানুষের দুটো দিক থাকে। একটি প্রকাশিত অন্যটি প্রকাশিত। মানুষের অপ্রকাশিত দিকের খবর নিজে ছাড়া অন্য কেউ জানে না। জানলেও খুবই কম।

— নিজের জীবনের নানা ঘটনা প্রকাশের ক্ষেত্রে আমার এক ধরনের সরল মন রয়েছে। আমি যাদের ঘনিষ্ঠ ভাবি তাদের কাছে প্রকাশ করতে কোনো রকম দ্বিধা করি না। সব কিছু অকপটে বলে ফেলি। এর ফলে বিপদেও পড়ি। যখন তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কের অবনতি ঘটে তখন তারা অন্যের কাছে আমার গোপন বিষয় ফাঁস করে দেয়। যার কারণে আমার ভাবমূর্ত্তি ক্ষুণ্ণ হয়।

— আমার স্বভাব কিনা জানি না, তবে নিতান্ত গোপন ও ঝুঁকিপূর্ণ কথা ছাড়া আমি কোনো কিছুই গোপন করতে পারি না। ফলে এক সময় কাছের মানুষই আমার দুর্নামে মেতে ওঠে। অবশ্য সুনাম-দুর্নাম কোনোটাই আমি কখনোই পরোয়া করি না। কারণ যারা সুনাম করে তাদের আমি চিনি। আর যারা দুর্নাম করে তাদেরও আমি চিনি। তবে সুনাম করার চেয়ে দুর্নাম করা মানুষের সংখ্যা এই সমাজে সবচেয়ে বেশি। তারা মানুষের দুর্নাম করতেই সব চেয়ে পছন্দ করে। এটা অনেক মানুষের নেশাও।

— সমাজের মানুষ সম্পর্কে আপনার ধারণা কী।

— সমাজের মানুষ সম্পর্কে আমার ধারণা খুবই বাজে। আপনাকে আগেই বলেছি, মানুষের প্রতি আমার আস্তা নেই। বিশেষ করে অর্থনৈতিক আস্থা শূন্যের কোটায়। মানুষের নীতি-নৈতিকতা বলতে কিছু আর অবশিষ্ট নেই। চোর-বাটপার, বদমাশ, প্রতারক, মিথ্যাবাদী গিজগিজ করছে চারদিকে। একটু অন্যমনস্ক অসচেতন হলেই আপনাকে বিপদে ফেলে দেবে। এই সব মানুষের পাল্লায় পড়ে কতো মানুষ যে বিপদে পড়েছে, তার উয়ত্তা নেই। সে কারণেই মানুষের ব্যাপারে আমি সাবধান থাকি। নতুন নতুন মানুষ সম্পর্কে জানার কৌতুহল আমার কম। আমি মনে করি, নিজের পরিচিত জগতকে টেনে বড় বানানো মানে, বিপদকে আমন্ত্রণ জানানো।

— আমি মানুষের প্রতি আস্থা হারাতে চাই না, তবে মানুষ সম্পর্কে সাবধান থাকতে চাই। কারণ মানুষের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।

— শেখার মাধ্যমে যদি বাজে অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়। এমনকি জীবনঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়, তাহলে ওই শেখার আমার কাছে কোনো মূল্য নেই। মানুষ একটি পূর্ণাঙ্গ শব্দ। এর মধ্যে বহুমাত্রিকতা রয়েছে। সাধারণ থেকে অসাধারণ হতে পারে কেবল মানুষই। এই অসাধারণত্ব কখনো কখনো পৃথিবীর ভিতরে কাঁপিয়ে দেয়। একইভাবে জীবনও একটা পূর্ণাঙ্গ শব্দ। বহু ঘটনার বহু বৈচিত্র্যের বর্ণিত্য জীবন। তাই মানুষ এবং জীবন সম্পর্কে আমি গভীরভাবে ভাবার চেষ্টা করি। তবে সীমা পরিসীমাহীন এই ভাবনা।

— মানুষ এবং জীবন সম্পর্কে পানি যে ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করলেন এর সঙ্গে আমি একমত। এর মধ্যে চিন্তার খোরাক রয়েছে। এ সমাজের কিছু লোক মানুষকে যেমন তুচ্ছ ভাবে, একইভাবে জীবনকে তুচ্ছ ভাবে আত্মহননের দিকে এগিয়ে যায়।

— নিজের জীবনকে বিসর্জন দেয়ার মতো পাপ আর নেই। সৃষ্টিকর্তা যতো দিন বাঁচিয়ে রাখেন, যে পরিস্থিতিতে রাখেন, জীবনকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করতে হবে। জীবন যতো দুঃসহ আর সংগ্রামশীল হোক না কেন— এটা সৃষ্টিকর্তার অশেষ দান। এই দানকে অবহেলার চোখে দেখতে নেই। এর মর্যাদা মানুষকেই দিতে হবে। সৃষ্টিকর্তা জীবন দিয়েছেন, কিন্তু জীবনকে ধ্বংসের অধিকার দেননি। আপনি যেভাবে পৃথিবীর রূপরস গন্ধ সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারছেন, নিজেকে ও অন্যকে উপলব্ধি করতে পারছেন, এটাই বা কম কিসের। আত্মহত্যার মাধ্যমে নিজের জীবনকে থামিয়ে দেয়ার মতো বোকামি আর নেই।

— দেখুন জহির সাহেব, আপনি যে ভাবনার কথা বললেন, এই ভাবনা ১০ বছর আগে আমারও ছিল। আমার জীবন যে পর্যায়ে এসে ঠেকেছে— এখান থেকে পালাবার পথ নেই। তা ছাড়া বাইরে থেকে আপনি আমার জীবনকে উপলব্ধি করতে পারবেন না। আমার সমস্যা-সঙ্কট চারদিকে বেঁচে থাকার সমস্ত সুযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। প্রথমে আমার স্বপ্নভঙ্গ করে আমার স্ত্রীরা, তারপর ছেলেরা এবং সর্বশেষ একমাত্র মেয়েটি।

— তারপরেও আপনাকে বেঁচে থাকতে হবে। আমি আগেও আপনাকে বলেছি, যখন সব কিছু শেষ হয়ে যায় ভবিষ্যৎ তখনো থাকে।

—আমার যে বয়স তাতে ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করার আর কোনো সুযোগ নেই। আমার এখন এক পা কবরে। যে কোনো সময় মহান আল্লাহর তরফ থেকে ডাক আসতে পারে।

— এমন ডাক তো যে কোনো বয়সের মানুষের আসতে পারে। যে জন্য কি মানুষ আশা ছেড়ে দেবে, স্বপ্ন দেখবে না।

— আমি আগেই বলেছি, আপনি আমার দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনার বিশ্লেষণ করছেন না, করছেন আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে, আর এটা বড় সমস্যা। আপনি বলেছিলেন, মানুষকে বোঝার ও উপলব্ধি করার আপনার ক্ষমতা রয়েছে। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে সমাজকে বুঝতে পারছেন না কেন। আপনি যে মানব মনস্তত্ত্ব ভালো বোঝেন তারও প্রমাণ আমি পাচ্ছি না।

— আপনাকে প্রমাণ দেয়া আমার জন্য কঠিন। এটা বোঝার ও উপলব্ধির ব্যাপার। ক্ষেত্র বিশেষে মূল্যায়নেরও ব্যাপার। আপনি এ সমাজে যতোই মেধাবী ও যোগ্য হোন না কেন, পরিবার সমাজ রাষ্ট্র যদি আপনার মূল্যায়ন না করে, তবে আস্তে আস্তে আপনার হতাশা আরো বেড়ে যাবে।

— এটা ঠিকই বলেছেন। বিষয়টি সম্মান বা মর্যাদার, বিষয়টি প্রাপ্তির। যেমন ধরুন আমার স্ত্রীরা আমার ওপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন যে পরিমাণে করেছে এবং এখনো করছে তা অকল্পনীয়।

— আচ্ছা আপনি তো আপনার প্রথম স্ত্রীর ঘটনাটি আর বললেন না।

— কী আর বলবো, বলুন। বিয়ের ব্যাপারে কেউ যদি প্রথমে হেঁচট খায়, তবে সে খেতেই থাকে। আমার অবস্থা হয়েছে অনেকটা তাই।

— আপনি ওই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজেননি।

— খুঁজেছিলাম, আপনাকে আগেই বলেছি স্ত্রী তালাক দেয়াটা, আমার বাবা কখনোই পছন্দ করতেন না। তিনি বলেছিলেন কিছুদিন সংসার করলে বড় ভালো হয়ে যাবে। ভালো তো হলোই না, আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো।

— তার মানে?

— বিয়ের আগে যা ঘটিয়েছে, সে ব্যাপারে ভেবেছি, যৌবন উন্মাদনায় হয়ত বা ঘটিয়েছে। কারণ ওই বয়সে প্রেমে পড়াটাকে আমি অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা হিসেবে দেখছি না। তাই আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু বিয়ের পর যা ঘটিয়েছে, তাতে তার প্রতি আমার আস্থা পুরো ধস নামে।

— বিয়ের পর কী এমন ঘটনা ঘটেছিল।

— বিয়ের এক বছরের মাথায় আমি অফিসের একটি ট্রেনিংয়ে বিদেশে যাই। আমাকে বিদেশে তিন মাস অবস্থান করতে হয়। এই তিন মাসই সে তার চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে রাত কাটিয়েছে।

— আপনি কীভাবে এই ঘটনা জানতে পারলেন।

— বিয়ের পর তো, ও আর লেখাপড়া করেনি। চা বাগানে চলে যায়। বাগানের কর্মচারীরা তো জানেই, তা ছাড়া ওর মা-ই আমাকে বলেছে।

— এটা অবাস্তব ঘটনা। কোনো মা-ই মেয়ের অপকর্ম সম্পর্কে মুখ খুলবেন না। মেয়ের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে।

— আপনার কথা হয়ত বা সত্য। তবে ওর মা আমাকে বলেছিল। এরপর থেকে ওকে আমি কড়া নজরে রাখি। চাকরির কারণেই আমাকে বিভিন্ন জেলায় ট্যুরে যেতে হতো। ফিরতাম ৭ দিন ১০ দিন পর। এই সুযোগেও ও একই কাজ করতো। একদিন ট্যুরের নাম করে বের হয়ে রাতে ফিরে ওর চাচাতো ভাইসহ ওকে হাতেনাতে ধরে ফেলি। এরপর আমি ওকে তালুক দেয়ার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু বাবার একই কথা, সন্তান হলে ঠিক হয়ে যাবে।

— সন্তান হওয়ার পর কি ঠিক হয়েছিল?

— ‘ইল্লত যায় না ধুইলে, স্বভাব যায় না মইলে’—এই গ্রামীণ প্রবাদের সঙ্গে আপনি পরিচিত।

— পরিচয় না থাকার কোনো কারণ নেই। ছোটবেলায় আমার মা-দাদির মুখে এই প্রবাদ শুনেছি। কিন্তু আজ সাত সকালে পার্কের বেঞ্চিতে বসে আপনি এমন একটি আক্রমণাত্মক ও নীরস কথা আমাকে শোনাচ্ছেন কেন?

— কেন গতকাল আমরা যখন একে অপরের বাসার দিকে রওয়ানা দিই তখন আপনি আমাকে কী বলেছিলেন।

— কী বলেছিলাম বলুন তো। আমি তো আপনাকে কত কথা বলি। আমার বেশিরভাগ কথাই তো আপনার কাছে মূল্যহীন। আমার বলা কোন কথা হঠাৎ আপনার কাছে মূল্যবান হয়ে উঠলো।

— আপনি বলেছিলেন, এতো সব ঘটনা ঘটানোর পর আমার স্ত্রীর চারিত্রিক কোনো পরিবর্তন ঘটেছে কি না।

নাহ্। তার চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে পারিবারিকভাবে সালিশি বসলো। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো তাকে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়া হবে। চাকরি দিয়ে তাকে সৌদি আরব পাঠিয়ে দেয়া হলো, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

— খুব ভালো কথা। আপনার আপদ বিদায় হলো। আপনি নিশ্চিন্তে সংসার করতে লাগলেন। তাই না?

— যারা নিজেকে শারীরিকভাবে মেলে ধরতে চায় অন্য পুরুষের কাছে, তাদের কি পুরুষের অভাব হয়। এই ধরনের নারীর প্রকৃত চারিত্রিক খবর জানতে পারলে যে কেউ ঝাঁপিয়ে পড়বে।

— তো আপনার স্ত্রীর ক্ষেত্রে কী হলো?

— কী আর হবে। তার চাচাতো ভাই বিদেশে চলে যাওয়ার পর সে অনেক দিন মন খারাপ করে ছিলো। তারপর ঘটলো অন্য রকম ঘটনা। আমার দু’জন বন্ধুর আমার বাসায় ঘন ঘন যাতায়াত ছিল। আমার স্ত্রী খুব দ্রুত তাদের সঙ্গে শারীরিকভাবে জড়িয়ে পড়ে। আমি ট্যুরে ঢাকার বাইরে গেলে সে তাদের নিয়ে পালাক্রমে রাত কাটায়।

— আমার মনে হয় আপনি যা বলছেন এর বেশিরভাগই মিথ্যা। একজন স্ত্রী কি এমন হতে পারে? এটা কি নিজ স্ত্রীর চরিত্র হনন নয়? আর আপনার বন্ধুরাই বা কেমন?

— জহির সাহেব, আমার মিথ্যা বলার অভ্যাস নেই। আমার বাবা সব সময় মিথ্যাবাদীকে ঘৃণা করতেন। আমাকে সব সময় উপদেশ দিতেন, যাতে আমি মিথ্যা না বলি। আমার জীবন যাতে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি বরাবর সে চেষ্টাই করতেন।

— আপনার বাবার উপদেশ কি আপনি শতভাগ মেনে চলেন।

— শতভাগ মেনে চলি কি না, বলতে পারবো না। তবে নিতান্ত বিপদে না পড়লে আমি মিথ্যা বলি না।

— আপনার বন্ধুদের চরিত্র আমি বুঝতে পারলাম না।

— না বোঝার কী আছে। পৃথিবীতে সব বন্ধুই কি মহৎ ও বিশ্বস্ত হয়। যদি তাই হবে, তাহলে বন্ধুকে বিশ্বাসঘাতক বলা হয় কেন। আর বন্ধুই বা বন্ধুকে কেন খুন করে।

— যেমন আমার কথাই ধরুন। যৌবনে আমি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে সাবলেট ছিলাম। বন্ধুটির নাইট ডিউটি ছিলো। রাত ১০টা থেকে ভোর

৬টা পর্যন্ত। বন্ধুটি ডিউটিতে যাবার আগে প্রায় প্রতিদিনই তার সুন্দরী স্ত্রীকে বলে যেত জহিরের খাবার ওর রুমে দিয়ে দরোজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে থাকো। স্বামীর নির্দেশনা উপেক্ষা করে প্রতি রাতেই সে গভীর রাত পর্যন্ত আমার সঙ্গে গল্প করতো। তাকে শারীরিকভাবে কাছে পাবার আমার অনেক সুযোগ ছিল।

— ওই সুযোগের সদ্ব্যবহার আপনি করেননি কেন?

— এ ব্যাপারে আমার শক্তিশালী নীতি রয়েছে। বন্ধুর স্ত্রী কিংবা তাদের সুন্দরী বোন, মেয়েদের ব্যাপারে আমি আগ্রহী নই। এটা বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। যে বিশ্বাসঘাতকতা আপনার বন্ধুরা আপনার সঙ্গে করেছে।

— আপনি প্রেমিক মানুষ, আপনার এক ধরনের নারীঘেঁষা স্বভাব রয়েছে— তার পরেও আপনি যদি এই নীতি গ্রহণ করে থাকেন তবে আপনি নমস্য।

— আমিও নিতান্ত বিপদে না পড়লে মিথ্যা বলি না। অন্যভাবে বলতে পারি, মিথ্যা বলার অভ্যাস আমার নেই। যদিও পৃথিবীটাই এখন মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত। যে যতো মিথ্যা বলতে পারবে, ভগ্নমি-প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারবে সে তত পূজনীয় এবং সমাজে মর্যাদাবান ব্যক্তি। এই সমাজে সত্য কথার কোনো দাম নেই। মিথ্যাবাদীদের কাছে সত্যও মিথ্যার মতো শোনায়ে। ফলে চরমভাবে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে। মানবিকতার জায়গায় ভর করেছে অমানবিকতা-নিষ্ঠুরতা। ব্যক্তিগত সঙ্কট ও শূন্যতা এখন তীব্র। পারম্পরিক ব্যক্তি আস্থায় ধস নেমেছে। তার পরেও আমি আমার মতো করে চলবো। আমার নীতি-নৈতিকতা আমার কাছে অমূল্য সম্পদ। সুযোগ পেয়েও কোনো বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলিনি— এ নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছে।

— বন্ধুর স্ত্রী সংক্রান্ত যে কথাটা বললেন এটা ডাহা মিথ্যা। কারণ আপনি বলেছেন, তখন আপনি তরুণ ছিলেন, আপনার বন্ধুর স্ত্রীও সম্ভবত তরুণী। এমন অবস্থায় দু’জনে পাশাপাশি বসে চোখে চোখ রেখে এক রুমে গভীর রাত পর্যন্ত গল্প করবেন, আবার দু’জনে স্বাভাবিক ও থাকবেন, এটাকে আমি কীভাবে সত্য বলে মেনে নিই।

— সত্য বলে মেনে নেয়া না নেয়া আপনার ব্যক্তিগত কিংবা ধারণাগত ব্যাপার। কিন্তু যা ঘটেছে, তাই সত্য।

— আপনি নিশ্চয়ই জানেন, কোনো বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে সবার আগে শরীর চলে আসে। শরীর এই নিখর এই আলোয়গিরি। আর তরুণ বয়সের শরীরের কথা তো বলাই বাহুল্য। তার মানে আপনার শরীর জাগেনি।

— আমি তো আপনাকে বলেছি, মনকে যদি আমি শাসন করি এবং নীতির ব্যাপারে অটল থাকি, তাহলে দু’জনে এক ঘরে থাকলেই কী আর এক বিছানায় থাকলেই কী?

— বললাম তো বিশেষ শারীরিক মুহূর্তে নীতি-নৈতিকতা থাকে না। নিজেকে সামাল দেয়াও সম্ভব হয় না। যদি তাই হতো তাহলে চারদিকে এত নারী ধর্ষণ হতো না। ঘটতো না নারী কেলেঙ্কারির নানা ঘটনা।

— আমার মনে হয় এ ব্যাপারে আপনার জ্ঞান সীমিত। অথবা তরুণ বয়সে আপনি নারীদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের চরিত্র হরণ করেছেন। না হলে নীতি-নৈতিকতা, চারিত্রিক দৃঢ়তার কথা বললেই আপনি বিষয়টিকে অবিশ্বাস্য মনে করেন কেন? আপনার বন্ধুদের মতো সবাইকে ভাবা উচিত নয়। আপনার বন্ধুরা যদি জেনে থাকেন বা ইশারায় কথায় বুঝে থাকেন ভাবী এই পথের পথিক, তারপরেও তাদের তার প্রতি ঘোঁকা অন্যায়ে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কেবল বন্ধুত্বের মর্যাদাই ক্ষুণ্ণ করা হয়নি, তারা আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

— আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু বিচার করলে হবে না। সমাজে একশ্রেণির কামুক পুরুষ রয়েছে, যারা সারাফণ নারীর শরীরের সন্ধান করে। তারা কার বউ, কার বোন, কার কন্যা এসব হিসাব করে না। তাদের টার্গেট একটাই তা হচ্ছে শরীর পাওয়া এবং যে কোনো উপায়ে।

— আপনার কথা সত্য বলে ধরে নিলেও এটা নিশ্চিত যে, আপনার বন্ধুদের আপনি প্রশংসা দিয়েছেন। অবশ্য এ সমাজে স্বার্থের কারণে নিজের স্ত্রী-কন্যাকে পরপুরুষের সামনে লেলিয়ে দেয়। আমি মনে করি তারা পুরুষ নামের কলঙ্ক। তারা স্বার্থান্ধ, লোভী এবং সমাজের ঘৃণ্য ব্যক্তি।

— আপনি আমার সম্পর্কে বাজে ইঙ্গিত করছেন। আপনি সীমানা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। আপনি হচ্ছেন মুখে সং— বাস্তব ক্ষেত্রে আমার বন্ধুদের চেয়েও খারাপ।

— আপনার যা হচ্ছে বলুন। তবে আপনাকে জানিয়ে রাখি যৌবনের

প্রারম্ভে আমি আমার দূরসম্পর্কের বোনের সঙ্গে রাত কাটিয়েছি স্রেফ ভাইয়ের মতো। নারী সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমার কতোগুলো সীমারেখা রয়েছে। কোন নারীর সঙ্গে কী ধরনের সম্পর্ক গড়ে তুলবো সেটা আগেই নির্ধারণ করে নিই, তারপর সম্পর্কের গভীরতার দিকে যাই অথবা যাই না। আগেও বলেছি, আমি প্রেমিক মানুষ নারীদের ভালোবাসি ও সম্মান করি। সুযোগ পেলেই শরীরী সুযোগ গ্রহণ করি না।

— আপনি এতোক্ষণ যা বললেন, তার কোনো দাম নেই। কারণ সমাজ বদলে গেছে। একই সঙ্গে বদলে গেছে সমাজের মানুষও। তাই সমাজে এখন সবচেয়ে অনিরাপদ নারী। প্রতিদিন যে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা ঘটছে-এর কারণ হচ্ছে মানুষ। অন্যভাবে বলতে পারেন— পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী পুরুষ। মানুষই সেখানে নীতি-নৈতিকতা হারিয়ে ফেলে, নানা ধরনের অপরাধে লিপ্ত রয়েছে সেখানে নীতি-নৈতিকতার কোনো মূল্য আছে।

— সমাজে কিছু মানুষ নীতি-নৈতিকতা নিয়েই চলছে বলেই সমাজ-দেশ এখনো টিকে আছে। দেশের সর্বত্রই যদি নীতি-নৈতিকতা বিসর্জিত হয়, মূল্যবোধের অবক্ষয় চরম পর্যায়ে পৌঁছে তাহলে তো আর কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না।

— আপনার ভাবনা গণ্ডিবদ্ধ, ক্ষেত্রবিশেষে মধ্যযুগীয়। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন। আগে নাটক-সিনেমায়, গল্পে-উপন্যাসে নায়কের মৃত্যু হতো। এখন কিন্তু তা হয় খুবই কম।

— আপনি যা বোঝাতে চেয়েছেন তা আমার বোধের মধ্যে রয়েছে। আধুনিক শিল্প-সাহিত্য-নাটক সম্পর্কে আমার ধারণা রয়েছে। ব্যক্তির মৃত্যু নয়, ব্যক্তির ভাঙন, ক্ষয়, অপ্রাপ্তি, বেদনা, নিঃসঙ্গতা, মনোবিকলন, মানব মনস্তত্ত্ব, চৈতন্যপ্রবাহ, এসব এখন সাহিত্যের উপজীব্য। তাই বলে কি নীতি-নৈতিকতা সমাজ সংসার রাষ্ট্র ও জীবন থেকে উঠে গেছে। হ্যাঁ, জীবনের উপস্থাপন পাল্টে গেছে। পাল্টে গেছে জীবনকে দেখার ও উপভোগ করার চোখও। ফলে ব্যক্তি কাছে থেকেও দূরে, চেতন থেকেও অবচেতন, ব্যক্তি-জীবন এখন রহস্য ঘেরা ধোঁয়াশায় আবৃত, প্রতারণায় পূর্ণ। জীবনের এইসব দ্বন্দ্ব-সংঘাত টানা পড়েন নিয়েই আমরা বেঁচে থাকি অথবা মৃত্যুবরণ করি।

— আপনি যে ধরনের চিন্তা করছেন, এটা হয়ত আপনার কাছে দামি, কিন্তু বাস্তবতা অন্যরকম। আপনি যখন কাছের মানুষ দ্বারা প্রতারিত হবেন, হবেন চরমভাবে আঘাতপ্রাপ্ত ঠিক তখনই উপলব্ধি করতে পারবেন জীবন কী।

— জীবনের অনেক জটিল বিষয়ের মীমাংসা আছে। মীমাংসার কোনো সুযোগ না থাকলে তো জীবন থেমে যাবে। যেমন থেমে যাচ্ছে আপনার জীবন।

— আমার জীবন থেমে যাচ্ছে এই কথা আপনাকে কে বলেছে।

— আপনাকে দেখলে অনেকটা তাই মনে হয়।

— আপনার মনে হওয়া দিয়ে তো আর আমার জীবন চলবে না। আমার জীবন আমাকেই চালাতে হবে।

— আপনি একজন নিঃস্ব রিক্ত ঋণগ্রস্ত মানুষ। আপনার চালচলো বলতে এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আপনি প্রায়ই প্যান্টের দু'পকেট বের করে দেখান যে, আপনার কাছে কোনো টাকা নেই। এই রাজধানীতে টাকা ছাড়া যে কোনো মানুষ এক পা-ও নড়াচড়া করতে পারে না। আপনি যদি রাজপথ দিয়ে এক কিলোমিটার হাঁটেন তাতেও আপনার টাকা লাগবে।

— হাঁটলে আবার টাকা লাগে নাকি?

— ধরুন আপনি বাসা থেকে বের হলেন, ভিক্ষুক টাকা চাইলো, দিলে ২-৫ টাকা। আপনার বাদাম খেতে ইচ্ছে হলো, ইচ্ছে হলো রেস্তুরেন্টে বসে চা পান করতে। এভাবে এক কিলোমিটার হাঁটার মধ্যেই আপনার ৫০ টাকা খরচ হয়ে যাবে। অথচ আপনার পকেটে টাকা নেই।

— যখন লাখ লাখ টাকা উপার্জন করেছি তখন টাকার মূল্য দিইনি। আর এখন কোনো কোনো দিন পকেটে এক টাকাও থাকে না। আজ পনেরো দিন হতে চললো, জরুরি কিছু ওষুধ কিনতে পারছি না, দুই মাসের ঘরভাড়া বাকি। সারাক্ষণ পাওনাদাররা ফোন করে। আমার জীবনে এসে পৌঁছলে আপনি কী করতেন।

— আমি কী করতাম তা বলতে পারছি না। অন্য কেউ হলে হয়ত বা আত্মহত্যা করতো। ১০

